

ভূমির লিখন



শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

কাল্পিতিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত

এই কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে রচিত। সম্ভ্রুতি একটু
আধটু পরিবর্তন করিয়াছি। এ গুলি একাঙ্কিকা পদ বা একোক্তি-গাথা।

চোখের অন্তরের জন্ত আমি এই পুস্তকের প্রুফ দেখিতে পারি
নাই ; সমস্তই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই বন্ধুরূপে ব্যতীত
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গত বারের মত এবারেও
প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনা প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত।
ইহাদের সকলের কাছেই আমি ধন্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা,

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

গল্পছলে গদ্য-কবিতାର রচয়িতা

প্রিয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেশু—

মুচী

COOCH BEHAR.

“সপ্ত লোকের সাত মহলে”	...	...	...	১০
বিদ্যাৎপর্ণা	...	...	...	১
স্বর্গা-সাবধি	...	...	...	১৫
শোভিকা	...	...	...	২৯
অনার্য্য	...	...	...	৪০
পরিব্রাজক	...	...	...	৪৬
বাজশ্রবা	...	...	...	৬৬
রাজ-বন্দিনী	...	...	...	৭৫
যশমন্ত	...	...	...	৮১
ভূভাগা	...	...	...	৮৭
বিজ্ঞার্থী	...	...	...	৯৩
শবাসীন	...	...	...	১০২
‘পরেয়া’	...	...	...	১১৪
সতী	...	...	...	১২১
বিষকণ্ঠা	...	...	...	১২৭
দেবদাসী	...	...	...	১৩৪
মরিয়া	...	...	...	১৫১
শেষ	...	...	...	১৭১



সপ্ত-লোকের সাত মহলে

তুলির লেখা লিখ্ছে কে ?

দাও গো মোরে অযুত আঁখি

কুলায় না যে দুই চোখে ।

শিল্পী ! ওগো শিল্পী আদিম !

শিল্প তোমার আমার মন,

সেই মনের মন-রচনা—

কার সৃজন গো কার সৃজন ?

তোমার হাতে অলখ্ তুলি

রঙের গায়ে রঙ্ ঢুলে,

তুলোর তুলি আমার হাতে

রঙের রসে টুল্‌টুলে ।

*

*

*

আমার মনের চিত্রশালায়

জাগ্ছে যে ওই হাতের দাগ,

আঁদরা এঁকে যায় গো সেথায়

ধোয়া তুলির পাণ্ডুরাগ !

জাগ্ছে সেথা হাজার 'আমি',—

নবীন, প্রাচীন, চিরন্তন ;

জাগ্ছে অতীত্ পতিত্ 'আমি'

জাগ্ছে পতিতোকারণ ।

মগজ মনের রেখায় রেখায়

তুলি তোমার যায় বুলি',

চুলের তুলি আমার হাতে

নামটি তুলির 'এক-চুলি'।

* * * *

চলছে চির-সৃজন খেলা,—

✓ নূতনতার নাইক শেষ,—

নূতন নূতন মনের লোকে

ধরছে বিশ্ব নূতন বেশ !

তোমার তুলি থামল যেথায়

আমার তুলি চলল গো,—

পুষ্পে তারায় কান্না-হাসির

নূতন রং যে ফলল গো।

• চুলের তুলি চোঁচের তুলি

• তুলোর তুলি ধন্ত সব,

কাঠ-বিড়ালীর মোচের তুলি

ভাগ্য তারো স্তূর্লভ।

* * * *

তোমার দীপের শিখায় হ'ল

জীবন আমার প্রদীপ্ত,

তাইতো জাগে সৃজন-প্রয়াস

তাইতো শিল্পী অতৃপ্ত ;

তাই সে আঁকে, তাই সে মোছে,
মনের ঝোঁকে বারম্বার,

শূন্য পটে পুণ্য পাপের

‘স্বপ্না-সায়’ চমৎকার !

আদরা ক’রে যাচ্ছ তুমি

ভরছি মোরা রং দিয়ে,

তুলির লেখা ধল হ’ল

আনন্দরূপ বন্দিয়ে ।

* *
*

বিদ্যাৎপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !

হাস্তের ক্ষুণ্ণি !

লহরের লীলা ঠিক

লাস্তের মূর্তি !

বিজুলীর আমি জ্যোতি

অতি চঞ্চল মতি

গতি বিনা আনু গতি

নাই আনু মুক্তি ।

তুলির লিখন

নন্দনে তাই, হার,
না পাই আনন্দ ;
পারিজাতে টুটে যায়
মোহ-মোহ গন্ধ !
কে কোথায় গায় গান,—
বিহ্বল মন প্রাণ ;
মর্ত্য-ফুলের ভ্রাণ
মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্য-ফুলের বাস,—
মৃত্যুর ছন্দ,—
আকাশে ফেলিয়া স্বাস
রচে চারু দ্বন্দ !
কোথা ধরণীর তলে
কি নব সৃজন চলে,
যন মন্বন-বলে
ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি
সাগরের মন্ব
অনাদি গরল ঘেরি'
অশ্রুত অনন্ত !

বিদ্যাৎসর্গ

মোরী সাগরের মেয়ে
মহন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত ।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত !
তোমারে করিব দান
চুষন-বিত্ত ।
গাঙ্গারে ধর সুর,—
ধর সুর স্মধুর,
গাও, গীত-সুখাতুর
আমি করি নৃত্য ।

কল্লতরুর ফুল
পড়িল কি খসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া !
কিসের আভাস থানি
সে কোন্ স্বপন-বাণী ?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিশ্বসিয়া ।

তুলির লিখন

আমি পরী অঙ্গরী
বিছ্যাৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এলু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
কণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা ।

মোরা ধূসী নই শুধু
দেবতার অর্থ্যে,
কোনো মতে রই, বধু,
স্বর্গের বর্গে ।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগগন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়্গে ।

জাগে নৃতনের কুখা,
তাই চেয়ে বক্রে
নেমে এলু পীত-সুখা
চকোরের চক্রে ;

এক ঠাই নাই স্থ
 মন তাই উৎসুক,
 নাচে হয় ভুলচুক
 শাপ দেয় শক্রে ।

নাই তবু নব-ঋক
 মস্তুর দ্রষ্টা,—
 নব-ধাতা কোশিক
 নব-লোক স্রষ্টা ;
 নাই রাজা পুরুষা,—
 তবু ধরা মনোলোভা ;—
 যেচে ত্যজি সুরসভা,—
 শাপে হই ভ্রষ্টা ।

তবু যে যুবন্ হিয়া
 হ্রলভ-লুক
 আছে আজো শ্রামলিয়া
 ধরা ধূলি-সুক ;
 নব নব প্রেরণায়
 দিশি দিশি তারা ধায়
 প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়
 দেখি চেয়ে মুগ্ধ !

ভুলির লিখন

শাপে মোরা মানি বর
কৌতুক-চিত্তে
নেমে আসি ধরা 'পর
সাধনার তীর্থে
অপরূপ এ ধরণী
কামনা সোনার খনি
চিরদিন এ যে ধনী
নব-আশা বিস্তে ।

কাঁপ দিয়ে অজানায়
তোলে মণি মর্ত্য,
সঁপি' মন অচেনায়
প্রেম পরিবর্ত !
চির-উৎসুকী তাই
মানুষের মুখ চাই
গোপনের তল পাই
স্বপনের অর্থ ।

স্বপনে স্বপন বাধি
অজুলি-পর্শে,
আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
নির্ঝর-বর্ষে !

মোরা পরী অপ্সরী
 ক্ষিতি অণু তেজ ভরি
 সঞ্চরি যাই সরি
 নব নব হর্ষে ।

পরশ বুলায়ে যাই
 শিশুরে ঘুমন্তে
 দেয়ালার হাসে তাই
 ছুধে-ধোয়া দন্তে ।
 তরুণ আখির ভায়
 উকি দিই ইশারায়,
 এ হাসির বিভা ছায়
 কীর্তির পন্থে ।

ভাবুকের ভালে রাখি
 পরশ অদৃশ্য,
 মেলে সে নূতন আখি
 হেরে নব বিশ্ব !
 মনের মানস-রসে
 নব ভব নিঃশ্বসে
 নব আলো পড়ে খসে
 মরণ-অধুষ্য ।

ভুলির লিখন

ভাব—ভাব-কন্দের

কুল দিনে রাতে

কুটে ওঠে জগতের

রসধন গাত্রে,

মধু তার অফুরান্

সুখা হ'তে নহে আন্

মোরা জানি সন্ধান

ধরি হৃদি-পাত্রে ।

মোরা উঠি পল্লবি'

বিদ্যাৎ-লতিকায় ;

নীহারিকা ছায়াছবি,—

মোরা নাচি ঘিরি' তায় ।

মুকুতায় অবিরাম

করি মোরা অভিরাম,

জড়াই কুসুম-দাম

সাগরের অতিকায় ।

আমরা বীরের লাগি'

স-রথ স-কূর্য্য,

বণিকের আগে জাগি'

মণি বৈদূর্য্য,

তাপসের তপ টুটি,
হাওয়ার হাওয়ার লুটি,
কবির হৃদয়ে ফুটি
আলাহীন হৃদ্য ।

স্বরণে মরতে নিতি
করি মোরা যুক্ত,
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নিমুক্ত ।
কল্প-পাদপ আর
কল্পনা-লভিকার
দিই বিয়ে, রচি তার
বিবাহের সূক্ত ।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
তট-জলে রঙ্গে,—
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্
ভঙ্গ তরঙ্গে,—
ফুল-বনে পরশিয়া,—
ঘোবনে সরসিয়া
চুষনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে ।

ভুলিঙ্গ লিখন

ফাঙ্কনে বরভের

বুকে সচি বন্দন,

বনে বনে হরিভের

ঢালি হরি-চন্দন ;

আকাশ-প্রদীপে চাহি

মোরা কত গান গাহি,

কবি-হৃদে অবগাহি

লভি শ্লোক-বন্ধন ।

গুরু শারদ রাতে

জোছনার সিদ্ধ,

মেঘের পদ্মপাতে

মোরা মণি-বিন্দু ।

মেঘের ওপিঠে শুয়ে

ধরণীতে দেখি হুয়ে,

আধিজল পড়ে ভুঁয়ে

দ্যাখে চেয়ে ইন্দু ।

ভালবাসি এ ধরারে

করি চুমা স্টি

মৃত্যুর অধিকারে

অমরতা স্টি ;

হৃথের কাদন শিখি
 মরমে লিখন লিখি ;—
 মোমে-জলে কিকিমিকি
 হেনে যাই দৃষ্টি ।

খেলি খেলা নিশি ভোর
 সারা নিশি বক্ষি,
 চলে যাই হাসি-চোর
 আঁখি-লোর সঞ্চি' ;
 শুধু এই আনাগোনা
 মনে মনে জাল বোনা,
 গোপনের জানা শোনা
 তপনে প্রবঞ্চি' ।

পিয়ে যাই মস্তুরে
 নৃতনের হর্ষ,
 সঁপে যাই অন্তরে
 বিদ্যাস্পর্শ !
 দিয়ে যাই চুষন
 চলে যাই উন্মন ;
 জীবনের স্পন্দন—
 হর বা বিমর্ষ !

ভূমির নিধন

মিশে ঘাই ধোঁয়া-ধার
ঋণার শীকরে,
হেসে চাই আরবার
জোনাকীর নিকরে,
খেয়ালের মত সে
পান করি সস্ত সে,
চির-অনবস্ত সে
হাসি-রাশি ঠিকরে ।

খেয়াল মোদের প্রভু,
দেবতা অনঙ্গ,
আমরা সহিনা তবু
সত্যের ভঙ্গ ;
আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা ;
নাহি সহি নগ্নতা,—
নিলাজের সঙ্গ ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে গুঞ্জে ;

ভাবে বারা ভয়
 জানেনা মরণভয়
 তার লাগি' আনি হয়
 রণ-ধুম-পুঞ্জে ।

কুটে উঠি হাসি সম
 খড়্গের বলকে,
 মোরা করি মনোরম
 মৃত্যুরে পলকে ।
 উৎসবে দীপাবলী
 সনে মোরা নিবি অলি,
 স্মরা সম উচ্ছলি'
 চঞ্চল প্লকে ।

যুগে যুগে অভিসার
 করি লঘু পক্ষে,
 নাই লীলা দেবতার
 অনিমেব চক্ষে ;
 আকাশের ছই তীর
 হ'তে নাহি দিই থির,
 টিকি নাকো পৃথিবীর
 সীমা-ঘেরা বক্ষে ।

তুলির লিখন

আকাশের ফুল মোরা,
ছাতি মোরা ছালোকে ;
স্বপনের তুল মোরা
তুল-ভরা ভুলোকে ।
চরণে হাজার হিয়া
কৈদে মরে গুমরিয়া
ধূলি হতে ফুল নিয়া
মোরা পরি অলকে ।

গাও কবি ! গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত !
কিশলয়ে কর দান
চুষন-বিস্ত ।
বাধ মোরে ছন্দে গো
বাধ ভুজবক্ষে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' কিরি'
হের করি নৃত্য ॥

সূর্য্য-সারথি

হিম হ'য়ে যায়, হিম হ'য়ে যায়
বপু মম বেগমান,
কিম্ কিম্ কিম্ নভ নিঃসীম
কৈপে কৈপে মরে প্রাণ ;
বাজে কি না বাজে কালের ডমরু
ডিঙিম অবসান !

আধারে কে মোরে জাগালে অকালে
আনিলে চেতন-কুটে,
ডিম্ব টুটিব আপন বলে যে,—
কে দিল ডিম্ব টুটে ?
কে মোরে ঢেকেছে উদ্ধাপহীন
বিপুল পক্ষ-পুটে ?

তুলির নিধন

অকালে বিকলে আগালে বিকলে,—

গর্ভ-শয়ন-পারী

রক্ত-শোণিত কুণ্ডিত জ্ঞান

জননী-লীল-পারী ;

নিরালোক দেশে মিছা আগরণ,—

হ'লে অকালের দারী ।

নিদ-সাগরের তটে তটে বায়ু

কেলে হিম নিশ্বাস,

শবরীর মেয়ে শ্রামা শরীরী

চিন্তে আগায় গ্রাস ;

কথনু মোচন হবে আধারের

এই অজগর গ্রাস ?

জননী বিনতা ! অগ্নি অবনতা !

কী করিলে তুমি, হায় !

আবরণ মোর কেন ঘুচাইলে

অকালে চক্ষুঘায় ?

আমি অগুণ্ট আমি লীলাতুর

দাঁড়াতে পারি না পায় ।

জানি হুঃসহ হৃদিশা ভব
 হুঃসহ দাসীপনা,
 সতীনির ছলে হত-মাম তুমি
 সহ শত গল্পনা ;
 সতীনির ছেলে ক্রুর সর্পেরা
 দ্যায় ভোরে লাহনা ।

তবু রোষ মানি,—কেন তুই মোরে
 করে দিলি নিষ্ফল ?
 ধৈর্য্য ধরিতে বলি' গেল পিতা
 কেন হ'লি চঞ্চল ?
 মহাবল ছেলে হবে যে মা তোর,
 এই কি সে মহাবল ?

ক্রুর সর্পের দর্শ ঘূচাব,—
 এই ছিল মোর তপ,
 জন্ম-কোষের মাঝে রহি শুধু
 এই করিয়াছি জপ ;
 ভেঙে দিলি তুই বার্থ করিলি
 নষ্ট করিলি সব ।

ভুলির লিখন

কতদিন মোরে পক্ষে কাঁপিয়া
দিলি বকের তাপ,
দিন গণি' গণি' করিলি আপনি
কত যুগ পরিমাপ ;
কার শাপে শেষে ঘটালি এমন,
কার এই অভিশাপ ?

কোন্ নিষ্ঠুর পরিহাস হেন
করিছে মোদের সবে ?
শঙ্ক-ধবল দেবতার ঘোড়া
নহে কেন কালো হবে ?
ভরিবে ভুবন কেন কদাচারী
কঙ্কর গোরবে ?

সস্তাপ তোর বুকিতে পারি মা
মুখে তোর নাই হাসি ।
মনের গ্লানিতে, মরমে মরিছ
সতীনার হ'য়ে দাসী ;
শোচনার তোর অন্ত নাহি গো
অশুশোচনার রাশি ।

স্বামী উদাসীন, প্রবল সতীন
 চিরদিন যন্ত্রণা,
 পক্ষের তলে যে ছুটি পুষিলে—
 এমনি বিড়ম্বনা—
 একটিরে তার নিজের মা মেরেছ ;
 কিবা আছে মাস্তানা ?

স্থল কূল নাই দুঃখ-মাগরে
 ঢেউ সে আধার-করা,
 কূলে এসে হায় ডুবে গেল তোর
 ভবিষ্যতের ভরা ;
 আশা-মালঞ্চ ঝড়ে ভেঙে দিল
 তোর এই অতি স্বরা ।

অধিক যতনে আশার প্রদীপ
 আঁচলে ঢাকিলে, মরি,
 অতি আগ্রহে দীপ সে নিবিল
 অঞ্চল গেল ধরি',
 নগ্ন দাঁড়ালে শত্রুর আগে
 নেবা-দীপ হাতে করি' ।

তুলির লিখন

বেদনা তোমার বুকিতে পারি মা
যে যাতনা দিনরাত
সে ব্যথা বুচাতে নাহি সামর্থ্য
ব্যাহত পঙ্খ আমি ;
শীতের শাসনে মুহু বুকো মোর
স্পন্দন আসে থামি ।

বাহির হবার যোগ্য না হ'তে
বাহিরে আনিলে টেনে,
দাস্ত মোচন হল কি জননী
অকালে আঘাত হেনে ?
অথবা জাগালে দুখের দোসর
বড়ই একাকী মেনে ?

তবু একা তোরে হবে মা রহিতে,
মোরে যেতে হবে দূরে,
দুখের দোসর হতে নারিলাম
তোর নৈরাশ-পুরে ;
রবি বিনা মাতা স্বস্তি কে দিবে
এই চির-শীতাতুরে ?

বিধির বিধান লজ্জি' করিলে
 বিধাতার অপমান,
 হায় মা ! আপনি বাড়ালে আপন
 দাশ্তের পরিমাণ ;
 তাপস তোমার স্বামীর কথায়
 দিলে না, দিলে না কান !

অপ্রমত্ত রহিতে নারিলে,
 সহিতে হইবে দুখ,
 অভিশাপ নহে,—মায়ে দিবে শাপ
 পুত্রের কিবা মুখ ?—
 মাতার দাশ্তে পুত্রের কবে
 উজ্জল হয় মুখ ?

অভিশাপ নহে, ভবিতব্য এ,
 এ যে করমের ফল,
 অকালে অকাজে ব্যয়িত বিত্ত
 চাই নব সঞ্চল ;
 নব তপে পুন যুগের যাপন
 এনে দিবে নব বল ।

তুলির লিখন

আছে এক মহাসত্ত্ব এখনো
তোমার পক্ষতলে,
অকালে যেন মা তারে আর তুমি
জাগায়ো না নিফলে ;
তোমার দাস্ত ঘুচায়ে ধন্ত
হ'ক সে অবনীতলে ।

শঙ্খ-ধবল দেবতার ঘোড়া,—
কালো ঘারে বলে ক্রুর,—
তার শুভ্রতা করিবে প্রমাণ
মোর সে সোদর শূর,
বিধির বিধান ক্রুর যারা বলে
তাদের দর্প চূর ।

যুদ্ধ করিয়া দেবতারও সাথে
লভিবে সে সম্মান,
হবে তেজীমান, বিষ্ণু-রথের
চূড়ায় তাহার স্থান ;
দেবতার রাজা ইন্দ্রের সনে
করিবে সে সুধা পান ।

বিশ্বে বিথারি মৃত্যুর ছায়া
 পরম দর্পভরে
 অমৃতের সাধ রাখে যারা, সুখা
 সাঁপবে তাদেরও করে,
 উদার তাহার হৃদয় কাঁদিলে
 ক্রুর সর্পেরও তরে ।

দেবতা হরিবে সুখার কলস,—
 বিধাতার এ বিধান,—
 সর্প কুটিল হবে না অমর,
 হবে শুধু হতমান ;—
 অমৃতের লোভে জিহ্বা মেলিয়া
 অশ্রু-সলিল পান ।

পশু আমি মা ! ভায়ের শৌর্য্য
 ভাবিয়া আমার সুখ,
 আমি দিয়ে যাই আশার বারতা
 কানে তোর উৎসুক,
 আলোর আভাসে দেখে যাই তোর
 ক্ষণ-উজ্জ্বল মুখ ।

তুলির লিখন

আশিস কর মা, আলোর বারতা
আশার বারতা বহি'
ব্যর্থ জীবন সার্থক হোক
আলোকের রথে রহি' ;
পিতা বলেছেন 'স্বর্ঘ্য সারথি',—
আমি তো তুচ্ছ নহি !

পদ্মর এই ভদ্রুর দেহ
চালাবে আলোর রথ,
রশ্মি হেলনে সপ্ত অশ্ব
ছুটাইবে যুগপৎ,
দীপ্ত ললাটে উজ্জলি চলিবে
আকাশের রাজপথ ।

জননী ! জননী ! দেখ ওই টুটে
তিমিরের নাগপাশ !—
আধারের পটে স্বর্ঘ্য-রথের
মৌক্তিক উচ্ছ্বাস !—
সন্ত-হৃদয়ের মত কবোঝ
বাতাসের নিশ্বাস !

সূর্য-সারথি

জাগ আতুরের আর্তিহরণ !
জাগ রবি ! প্রাচীন্মূলে,
এস ভাস্বর ! এস ভাস্বর !
আধার বিধিয়া শূলে ;
শীতাতুর তব নবীন সারথি
লও তারে রথে তুলে ।

অক্ষম জেনে নূতন ক্ষমতা
সৃজিলে আমার লাগি',
আমারে করিলে জ্যোতিষ্মন্ত !
আপন জ্যোতির ভাগী ;
ওগো জগতের নয়নের তারা
পদ্মের অম্বরাগী !

উগ্র তোমার ব্যগ্র আলোক
বাঘের চোখের জ্যোতি ;
সহিতে নারে যা' বিশ্বভুবন
হে গ্রহ-ছত্রপতি !
দহিবে না তায়, সহজে সহিবে
তমু-দেহ এ সারথি ।

তুলির লিখন

সহজে সহিব, আমোদে রহিব
তোমার নয়ন-ভায়,
মধু-পিঙ্গল কিরণ তোমার,—
মধুর করিব তায় ;
যুগে যুগে নব-জাগরণ-তুরী
বাজাব প্রভাত-বায় ।

আলোকের রথে সারথি হইয়া
জনমে জনমে রব,
জনমে জনমে জনে জনে জনে
আলোকের বাণী কব ;
পুষ্প-বিকাশ আশার আভাস
জাগাব নিত্য নব ।

জননী বিদায় ! বিদায় জননী !
প্রগতি তোমার পায়,
চির জগৎ এই কুদেহ তনয়ে
রেখ, মনে রেখ, হায়,
ক্ষণিক আশার দোসর তোমার
চরণে বিদায় চায় ।

সুদিনে স্মরণ করিয়ে জননী !
 আর কিছু নাহি চাই,
 পাণ্ডু আশার প্রথম আভাস
 দিয়ে আমি চলে যাই ;
 সূর্য্য-রথের পশ্চু সারথি
 আলোকের আগে ধাই ।

মনের ভাল সকলের আগে,
 সে ভাল ক্ষণস্থায়ী ;
 ভালর ভাল সে সর্ব্ব কালের
 চরমে আরামদায়ী ;
 নয়নের জল মোছ, মা ! তুমি যে
 অমর অমৃতপায়ী ।

বিদায় জননী ! যাই মা ! বিদায় !
 শীতে বড় পাই ক্লেশ,
 পূরিবে কামনা পুণ্যবতী গো
 নাই সংশয়-লেশ,
 রবি-রথে বসি দেখিব একদা
 মা তোর হৃথের শেষ ।

ভুলির লিখন

দেবতা ! তোমার হরিৎ ঘোড়ার

রশ্মি আমার দাও ;

সপ্ত অশ্ব বৈবস্বতী !

ধাও তীর-বেগে ধাও ;

নব জাগরিত বিশ্ব ভুবন !

নব গায়ত্রী গাও ॥

শোভিকা

তপ্ত ভুবন, স্নপ্ত বাতাস,
ভৃপ্তি নাহিক, নাহিক আশা ;
কাঠ-মল্লিকা-কুলের পাতায়
কাঠ-পিপড়েতে বেঁধেছে বাসা ।
রোদ্র-মাতাল মোমাছিঙলা
মূর্চ্ছি' পড়িছে শিরীষ-মূলে,
চাক্‌ভাঙা যত ভীষকল এসে
ব্যস্ত করিছে কুর্চ্চিকুলে ।
নীরব-দহনে দহিছে জগৎ
অশ্রু-বিহীন বিপুল হুখে,
শুকায়ে উঠিছে বিপুল হতাশে
আমারি মতন মৌনমুখে ।
শূন্ত হৃদয় শুকায়ে উঠিছে
শুক নয়ন সূদূরে চায় ;
হায় গো হায় !

তুলির লিখন

মধুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা
মধুপার মেয়ে নন্দা আমি,
দরীগৃহে রাজ-রঙ্গ-ভবনে
গানে গানে গানে পোহাই যামী ।
করি অভিনয় রাজ-রঞ্জনে
আমি গো শোভিকা নগর-শোভা,
রাজার প্রজার নয়নের মণি
হাজার হাজার হৃদয়-লোভা !
আয়ত্ত মম সকল বিছা
করগত চৌবাট কলা,
গেহ ভরা দ্রানী-গুণী-সমাগমে,
তবু ঘুচিল না মনের মলা ।
তবু ঘুচিল না চির-হাহাকার,
না জানি পরাণ কি ধন চায়
হায় গো হায় !

শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার
কীলক-বদ্ধ কবাট তাহে,
গৃহচূড়ে সৌভাগ্য-পতাকা
গৃহতলে শুক সারিকা গাহে ;
প্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই
রেশমের হিন্দোলার পরে,

দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা
 মক্ষী তাড়ায় চামর করে ।
 শশকের লোহে কেশ ধুই নিতি,
 কাশ্মীর-ফুলে বাঁধি কবরী,
 তুবার-মিশ্র শীতল মদিরা
 পান করি কভু সেতার ধরি ;
 সুরে বাঁধা তার করে হাহাকার,
 বাষ্প-জড়িমা সুরে জড়ায় !
 হায় গো হায় !

বিস্মৃত কোন্ সূদূর স্বপন
 ছায়ার মতন ঘনায় আসে,
 অ-ধর সে কোন্ সূদূর চাঁদের
 সুষমা গোপন পরাণে ভাসে ;
 পঙ্কিল এই জীবন-সায়রে
 পঙ্কজ কোথা ওঠে গো ফুটে,
 সৌরভ তার কাঁদিয়া ফিরিছে
 ব্যথিত আমার পরাণ-পুটে ।
 অনেক যামিনী ব্যর্থ গিয়েছে
 অনেকের পরিচর্যা করি’,

ভুলির লিখন

কণিকের বোহু কণে সে টুটেছে
ভুলেছি, ঠেলেছি, রাখিনি ধরি' ।
না পেরে নাগালে যে পাওয়া পেরেছি
ভারি লেহা শুধু পরাণে ভায়,
হার গো হার !

মন বাহা চায় হার গো সে ধন
বাহু যদি ঘেরে রাহুর মত
আধা-পথে মন ফেরে বাধা পেয়ে
মনের যে লেহা হয় সে গত ।
দেবতার ভোগ কুঙ্করে খায়
উপোষী দেবতা হয় বিমুখী,
ভোগের পরশ নাশে ভালবাসা
পাণ্ডু অরুচি ছায় গো উকি ।
নয়নের আগে বারেক হাসিয়া,
যে চাঁদ স্নদূরে গিয়াছে সরি'
ভাবের ভুবনে চির পূজা তার,
আরতি তাহার জন্ম ভরি' ।
স্মিরিতি স্বপনে তার রাজাসন
চির আধিধারা করে সে পায়,
হার গো হার !

মনে পড়ে সেই মনোহর রাতি
 কিরিতেছি অভিনয়ের শেষে
 পুরুষ-ভূমিকা করি' অভিনয়
 খেরালে চলেছি পুরুষ-বেশে ।
 রঙ্গ-দুয়ারে রক্তা তরুর
 দীপ-বৃক্ষেতে দেউট অলে,
 সে আলোতে বসি পুঁথি পড়ে কেগো ?
 খেরানী বিলাস-ভবন-তলে !
 কিশোর মুরতি আখির আরতি
 পরাণের প্রীতি লয় সে কাড়ি' ;
 স্মিত-বিস্মিত বচনে সুধামু
 “কি পড়িছ হেথা ? কোথায় বাড়ী ?”
 কহিছু নাট্য-ভবন-দুয়ারে
 পাঠোতে মন দেওয়া যে দায়,
 হার গো হার !

পুঁথি হ'তে মুখ তুলিয়া বারেক
 অমনি সে আখি করিল নীচু,
 দৈন্ত-লজ্জা আকুতি নয়নে
 সহসা বলিতে নারিল কিছু ।
 নীরবে যেন সে কহিল আমার
 “অপরাধ ইহা ?—ছিল না জানা ;

তুলির লিখন

অপব্যয়ের মশাল জলিছে,—

পাঠ-অভ্যাস তাহে কি মানা ?”

সঙ্কোচ হেরি’ সুখায় আনন্দে

কহিল সে “বিদ্যার্থী আমি,

তৈল কিনিতে নাই সামর্থ্য

তাই হেথা বসি করেক বামী ;

গুরু পক্ষ লুকু হ’য়ে গেলে

আসিব না আর আমি হেথায় ।”

হায় গো হায় !

তামসিকতার তোরণে বসিয়া

এ কি তপস্তা !—ভাবিহু মনে ;

তরুণ তাপস ! তোমার দৃষ্টি

পূত করি’ দিল এ হীন জনে ।

তুমি উঠিতেছ চিন্ত-শিখরে

আমি ডুবিতেছি ভোগের কূপে ;

লালসায় থরা নয়ন আমার

জুড়াল তোমার তাপস-রূপে ।

সহসা হৃদয় সংবরি, তারে

কহিহু “পড়িতে হবে না পথে,

এই লও ছুটি কনক নিক,
 তৈল প্রদীপ হ'বে এ হ'তে ?
 লজ্জা ক'র না কিশোর বন্ধ !
 হাতে লয়ে হাত দিহু মৃঠায় ।
 হায় গো হায় !

মাসে মাসে ঠিক সেইখানে গিয়ে
 পূজার অর্ঘ্য দিতাম তারে,
 পুণ্য আমার এই অভিসার
 মণি হ'য়ে জলে স্মৃতির হারে ।
 যে বেশে প্রথম দেখেছিল মোরে
 সেই বেশে সাজি দিতাম দেখা,
 গোধূলি লগনে ছায়া আবরণে
 দূরে দাসী রেখে যেতাম একা ।
 শুনিতাম তার জীবনকাহিনী,
 ছোটখাট তার অভাবগুলি
 মোচন করিয়া মন খুসী হত
 স্বর্গ যেন সে যেত গো খুলি' !
 তবু কি যে হাওয়া জাগিত হঠাৎ
 তবু কি যে তাপে দহিত কায়
 হায় গো হায় !

তুমির লিখন

একা দেখা করা বন্ধ করিল
উকি দেব মনে উদ্ভাসনা ;
বন্ধ ভাবিয়া কাছে যে এসেছে
দূরে থাকে হেরে বারাননা ?
ছন্ন বেশের বর্ষালা হার,
রেখে যে আমার চলিতে হবে,
ছল আজি মোর কল্যাণ হেতু
ছলের ছন্দ চলুক তবে ।
কদরের মাঝে স্বর্ণ যে আছে
মৃত সে মোর এ জন বিনে,
আছে যে নরক সে তো সুখরিত
অট্ট হাতে বামিনী দি
হাজার বাতির কাড় অলে তবু
হরবের ভাতি নাই সেখান
হার গো হার !

পরান অলিছে বন্দ চলিছে
ক্রন্দন ওঠে সংগোপনে,
অস্তরে মোর ভাল ও মন্দ
মাতিয়াছে যেন মঙ্গরণে !
সহসা শুনিছ না বলি' না কহি'
চলে গেছে কোথা বন্ধ মম ;

রুদ্ধ ব্যথার ধূলায় লুটান্ন
 অজানা আঘাতে ক্রৌঞ্চী সম ।
 কাঁদিলাম, গালি পাড়িতে গেলাম,
 ভাবিলাম অকৃতজ্ঞ ওষে,
 আবার ভাবিছ,—সব সে বুঝেছে,—
 আমার গ্লানি কি বালকে বোঝে ?
 গেল নাগালের বাহিরে চলিয়া,
 ভাল হল ওরে মলিন হিয়া,
 বিলাসের মালা গাঁথিতে হল না
 দেব-দান নির্দ্বন্দ্ব দিয়া ।
 জগতের চোখে আমি কলঙ্কী,
 সে কি আজো অকলঙ্ক জানে ?
 শ্রান মুকুরের ভাস্বর ভাগ
 ভাতিছে কি আজো তার নয়ানে ?
 মোরে জেনেছিল শুধু শুভার্থী ;
 ভুল ?...ভুল কিনা বলা সে দায়
 হায় গো হায় !

গেছে সে চলিয়া কিছু না বলিয়া
 স্মরিতে এখনো হৃদয়ে বাজে,
 পাপে অর্জিত অর্থ আমার
 লাগিল না কল্যাণের কাজে ।

তুলির লিখন

শূন্য জীবন শুষ্ক হৃদয়

কাঠ-মল্লিকা ফুলের মত

ঈষৎ গন্ধ আছে যা' তা' সেই

তরুণের দান দেবব্রত ।

দিবসের আলো কাঠ-বিষে ভরা

লালসা-বিলাস নিশির ভাষা,

কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে

কাট্-পিপ্ড়েতে বেঁধেছে বাসা ।

গানের মদিরা প্রাণ না পরশে,

মদিরার জ্বালা নয়নে ভাস ;

হার গো হার !

“ তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,

আলাপ-নিপুণা, হান্ত-রতা,

রাজার সঙ্গে রাজনীতি কহি

পণ্ডিত সনে শাস্ত্র-কথা ।

বণিকেরে মণি চিনিতে শিখাই,

বিলাসীর মন লীলায় হরি,

কবির সঙ্গে কাব্য-রঙ্গে

কবিতার পদ-পূরণ করি ।

দর্শন পড়ি, ঘোড়াতেও চড়ি,

খড়ি পেতে জানি অন্ধ কষা,

শোভিকা

জানী-ওণী-জন-ওজন তুনি
চুখন জিনি' অমৃত-রসা ।
তবু মিটল না মমতার ক্ষুধা,
স্নেহের পিপাসা—সে কিসে যায় ?
হায় গো হায় !

শোভিকার মন শূন্য ভুবন,
একটি কি সেথা ফুটেছে হাসি ?
দিনের দেবতা ! মার্জনা কর
নিশীথের পাপ-চিন্তা রাশি ।
মনের গোপনে চৈতন্য রচিয়া
রেখেছি যে নিধি স্বপন মাঝে,—
সেই মোর বল সেই সম্বল
আমার আঁধার আলোকি' রাজে ।
সেই অঙ্কুর দিনে দিনে বাড়ি'
বিথারি দিবে কি বটের ছায়া ?
স্নেহের পিপাসা মিটায়ে আমার
বার্থ এ নারী-হিয়ার মায়া ?
শূন্যতা আর সহিতে না পারি
শুক হৃদয় মমতা চায়,
হায় গো হায় !

অনার্য্য

কানাচ দিয়ে শাবক-হারা বিড়াল কেঁদে যায়,
কার বাছারে গুহার বেঁধে রাখ্লে এরা হয় !
আমার চোখে ঘুম এলনা, শূন্ত আমার কোল,
'মা' বোল্ আমার ফুরিয়ে গেছে কচি মুখের বোল্।
ওরে বাছা ! পরের ছেলে ! নয়ন মেলে চাও,
বন্দী তুমি, তবু এমন অঘোরে ঘুম ঘাও ?
কাল যে তোরে ফেলবে কেটে, সন্দেহ নেই তার
এই মুজবান্ পাহাড় পরে দ্রুহর অধিকার ।
সাত শো লোকের মালিক দ্রুহ, দ্রুহ আমার ভাই,
সোমলতা যে তুলতে আসে রক্ষা তাহার নাই ।
কটা রঙের উপরেতে দ্রুহর ভারি রাগ,
দোষ দিব কি ? কটা রঙেই কেড়েছে ভুঁই ভাগ ।
তোমরা বাপু ছুট্ ভারি,—তোমরা কটা লোক,
কালো লোকের জিনিষেতে দাও বা কেন চোখ্ ?

উড়ে এসে বসলে ছুড়ে পাহাড়-ভলীতে,
 রইল নাক' কিছু মোদের আগুন বলিতে ;
 পাহাড়-গুহার লুকিয়ে বেড়াই আমরা অনার্থ্য,
 মোদের যত হক-দাবী কেউ করেই না গ্রাহ্য ।
 উঠলে রুখে আমরা দম্ব্য 'নিম্ন' হলেই দাস,
 কোনো দিকেই নেইক ভালাই, যে দিকে চাই ত্রাস ।
 রফা ক'রে চলতে গেলে চাকর হ'তে হয়,
 তার চেয়ে এই বস্ত্র জীবন ভালই সুনিশ্চয় ।
 সর্বনাশের তোমরা গোড়া, বাধাও গগুগোল,
 তোমাদেরি জন্তে আজি শূন্য আমার কোল ।

*

*

*

সে আজ অনেক দিনের কথা, লড়াই ভয়ঙ্কর
 বাধ্ ল আর্থ্য অনার্যোতে, সাজল নারী নয় ;
 আমার কোলে ছেলে তখন, রইল গুহাতে
 বুকের মাঝে বুকের নিধি আগ্লে হু' হাতে ।
 দিনের পরে দিন চলে যায় লড়াই না থামে,
 বিধ-মাথা তীর ছুটছে কেবল দক্ষিণে বামে ।
 পাহাড় পরে টিপির আড়াল টঙ্ সে সারে সার,
 আড়াল থেকে আমরা মারি, থাইনে বড় মার ;
 হালাক্ হ'য়ে শত্রু দিল আশ্রণ পাহাড়ে
 রাত্রে গুহার জমাট ধোঁয়া ঢুকল আহা রে !

তুলির লিখন

সেই ঘোঁরাতে মুচ্ছা কখন গেছি ঘুমন্তে
ছেলের খুঁজে পেলেম না আর মুচ্ছারি অন্তে ।

*

*

*

শোধ নিতে এর পণ করিল কখন আমার ভাই ;
আমার হিরা শাস্ত না হর, সাধনা না পাই ।
দিন হুঁদিনে হঠাৎ ক্রম—মেই কোনো কথা
হুটুহুটে এক দামাল ছেলে আনলে একলা ।
লুট ক'রে সেই সোনার নিধি আর্থ-পত্তনে
স'গলে আমার শূন্ত কোলে প্রফুল্ল মনে ।
ঠোটে আমার হাসির রেখা চোখের কোলে জল,
না জানি হার কোন্ অভাগীর প্রাণের এ সম্বল ।

*

*

*

শুক ঝোরায় বর্ষা নূতন জাগালে সোরগোল
শুনতে আবার পেলাম কানে মধুর 'মা' 'মা' বোল ।
পরের ছেলে আপন ক'রে আনন্দে ভাসি,
'তাই' দিয়ে সে নৃত্য করে বাজায় গো বাঁশী ।
দিনে দিনে বাড়ে দামাল ছলল সে আমার ;
ধ'রে বুনো চামরী গাই ছন্দ দিয়ে তার !
উচু ডালে টাঙাই রুটি পাড়ে সে কেটে
এমনি ক'রে তাগ শেখে আর ক্ষুধা তার মেটে ।
কালগারে সে শীকার করে ধ'রে ধনুর্ধার
ছেলের দলে দলপতি, ভারি তাহার মান ।

এমনি ক'রে চৌদ্দ বছর এসেছে গেছে,
 ক্ষুদ্র শিশু জোয়ান হ'রে মরদ হয়েছে !
 জ্বর সন্দে শীকারে বার লুটতে সে বার গাঁ,
 লুটতে বেতে বারণ করি বারণ মানে না ।
 আমার শকা বার যদি সে আর্থ্য-পত্তনে
 চিন্তে পেরে রাখবে ধরে মোর জীবন-ধনে ।
 কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিল বিগুণ হাহাকার
 লুটতে গিয়ে টুটল জীবন কিরল না সে আর ।
 জাতির হাতে জাতির বাণে প্রাণ দিয়েছে, হার,
 নাড়ি-হেঁড়া নয় সে, তবু, ভুলতে নারি তার ।

*

*

*

আজকে বাছা তোমায় দেখে পড়ছে মনে সব,—
 তেমনি বরণ তেমনি ধরণ, তেমনি অবয়ব ।
 তোমায় দেখে জাগছে আমার সুপ্ত মমতা,
 আঁখি জলে আর্দ্র কত বিস্তৃত কথা ।
 পরের ছেলে ঘরে এসে দখল ক'রে কোল
 বাধিয়ে গেছে পাহাড়-দেশে বিবম গণ্ডগোল ।
 ঘুচিয়ে গেছে আমার মনে ঘরের পরের ভেদ
 কাঁদিয়ে শেষে পালিয়ে গেছে এই সে আমার খেদ ।
 তাহার কথা পড়লে মনে যাই ভুলে আর সব,
 যাই গো ভুলে আর্থ্য-জাতির সকল উপদ্রব ।

ভুলির লিখন

তার মুখানি আগল মনে তোমার মুখ দেখে
তাই বাচাতে চাই বাছারে ! বলির হাত থেকে ।
তোমার গারে লাগলে আঁচড় সহিবে না গ্রাণে,
যাও চলে যাও রাতে রাতে ইচ্ছা বেখানে ।
লতার বাধন মিইছি খুলে, মুক্ত গুহার দ্বার,
চাঁদ ভুবিতে বিলম্ব ঢের, শঙ্কা কি তোমার ?
কুকুর আমার পথ দেখাবে সঙ্গে এরে নাও,
শাদা তোমার ছাগল-জোড়ার পিঠে বোঝাই দাও ।
পাঁতা-ছাড়া সোমের ডাঁটা সোনার সমতুল
বত খুসী যাও নিয়ে যাও আস্ত আছে মূল ।
শকটিকা—থাক্ সে পড়ে শব্দ হবে জোর ।
ভুই ছাগলে বইবে তোমার যজ্ঞ-লতার ডোর ।

*

*

*

তবে যদি ইচ্ছে করে—মনেতে হয় সাধ
শকটখানি ভরে নিলে হয় যদি আল্লাদ ।
তাই নে বাছা, মানা আমি করব না তাতে
আজ্জকে আমার সাধ হয়েছে ইচ্ছা পুরাতে ।
দাও শকটে লতার বোঝাই পত্র ছাড়ানো
পড়লে ধরা শক্ত তোমার নরকো এড়ানো ।
শাদা ছাগের শকট হাঁকাও গুরু এ রাতে,
শব্দটে কি শঙ্কা ? আমি ধরব সে মাথে ।

কথ্লে কেহ এই বলিলেই যাবি রে বেঁচে,—
 “জুহুর বহিন্ কুৎসী আমার ছেলে বলেছে।”
 কুকুর আমার রইল সাথে চিন্বে সকলে,
 বাধতে সাহস করবে না কেউ তোমার শিকলে।
 ভায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা হয় তা হবে,—
 শূন্য জীবন মরণে ভয় করে বা কবে ?
 কুৎসী কারেও ভয় করেনা তারি সে ভেজা,
 (ওরে) বাবার বেলা তারে শুধু ‘মা’ বোল্ বলে যা’ ॥

পরিব্রাজক

হয় নাই পাপ-দেশনার শেখ

সজ্জ-বোধি-স্বামী !

দাঁড়াও দাঁড়াও আমার পাপের

নির্দেশ করি আমি ।

কর্ম বাকের ওগো আচার্য্য !

আমি পরদেশবাসী,

আসিয়াছি হেথা বোধি-বৃক্ষের

দরশন অভিলাষী ।

যদিও শ্রমণ তবু পরিয়াছি

গৃহীর, শুভ বেশ,

উপসম্পদা লইবার আগে

করি পাপ নির্দেশ ।

চীন দেশ হতে যাত্রা করিয়া

যাত্রী উড়ু পে চড়ি’

আসিতেছিলাম ছ’জন শ্রমণ

একই মঠ হতে, মরি ।

ঝড় ছিলনাক, ঝড়া ছিল না,
 আকাশ সুনির্মল,
 নীল পাথরের শাস্ত বিধারে
 তরী শুধু চঞ্চল ।
 দিনের অস্ত্রে আসিতেছে নিশি,
 নিশির অস্ত্রে দিন,
 তুঁত পাথরের বিপুল কোঠা
 নীলে চৌদিক নীন ।
 কত বন্দরে লঙ্গর করি'
 আহরি' খাদ্য পান
 বঙ্গ-সাগরে পৌছিল 'উড়ি'
 যাত্রীতে কানে কান ।
 সহসা একদা তুর্যোগ এল
 মৃত্যু-যোগের মত,
 ভেঙে যায় বুঝি ঢেউয়ের পীড়নে
 উড়ু প ঝঞ্ঝাহত ।
 মসীময় মেঘে জটা পাকাইয়া
 স্তম্ভ নামিল জলে,
 জীবন মরণ হিন্দোলা দোলে
 তুফানে নভস্তলে ।
 তবু ডুবিল না ক্ষুদ্র উড়ু প
 দূরে গেল কাল নিশা,

তুলির লিখন

থামিল বাত্যা ; মাঝিরা দেখিল
হারারে কেলেকে দিশা ।
বিপথে চলিতে ডোবা পাহাড়ের
চুড়ায় চিরিল তল,
দেখিতে দেখিতে উড়ুপ ভরিয়া
উঠিতে লাগিল জল ।
হ'ল বিহ্বল যাত্রীর দল
সর্দার মাঝি তবে
হুকুম করিল “বোঝাই কমা
মাল কেলেকে দিতে হবে ।”
ধলিয়া-বোঝাই নারিকেল টানি'
মাল্লারা কেলেকে জলে
ঝাঁপ দিয়া তাহা ধরি কেহ কেহ
সাঁতারে বুকের বলে !
হাঙরে ধরিয়া লইল কাহারে
আসিয়া অন্তর্কিতে,
তর্ক বচসা কান্নার রোল
গোল ওঠে চারিভিতে ।
জল সৈঁচি' জল রোখা নাহি যায়,
সহসা দেখিছু একি !
আরেক উড়ুপ আসে দ্রুত বেগে
মোদের বিপদ দেখি' ।

যাত্রীর দল করে কোলাহল
 বাঁচিবার ভরসার,
 মোরা দৌছে জপি' বুদ্ধের নাম
 পাথরের ছবি প্রায়।
 নৌকা ভিড়িল নৌকার গায়ে,
 আমাদের মাঝি তবে
 কহিল “হুজুন শ্রমণ হেথায়,
 আগে তুলে নিতে হবে।”
 এই কথা শুনি সঙ্গী আমার
 শাস্ত ছ’ আঁধি মেলি
 কহিল মাঝিরে “আমি যেতে নারি
 একটি প্রাণীরে ফেলি’,
 সব যাত্রীর ঠাই হয় যদি
 আমি যাব সব শেষে।”
 কহিল আমার সজ্ব-সুহৃদ
 ভয়-হারা হাসি হেসে।
 মনের আধারে জ্যোতি পেহু আমি
 গুনিয়া তাহার বাণী ;
 মাঝি কহে “প্রভু, তোমারে বাঁচানো
 পরম পুণ্য মানি।”
 যাত্রী অনেকে মিলিয়া তখন
 মিনতি করিল কত,

অটল রহিল বোধি-রক্ষিত
 অটল গিরির মত ।
 ভরা নোকাটি দেখিতে দেখিতে
 ভরিয়া হইল ভারি,
 “আর ছ’জনের হ’তে পারে ঠাই
 বেশী লোক নিতে নারি ।”
 আবার মিনতি করিল মাঝিরা
 তুলিতে চাহিল কাঁধে ;
 বাধা দিয়া মোর বন্ধু কহিল
 “ফেলিবি পাপের ফাঁদে ?”
 মাঝি কহে “সব যাত্রীরই প্রায়
 হল যে সংকুলান” ;
 বন্ধু কহিল “দেখা যাবে শেষে,—
 সব শেষে মোর স্থান ।
 জানিস্ নে তোরা ?...বন্ধু আমার
 করুণার অবতার
 নিখিল জীবেরে মুক্ত না দেয়
 মন পূরিবে না তাঁর ।
 নির্দোষ-পদ সবাই না পেলে
 নাই তাঁর নির্দোষ,
 তাই যুগে যুগে আনাগোনা তাঁর
 হয় নাই অবসান ।

মোর জীবনের মূল্য অধিক
 হ'ল কিরে তাঁর চেয়ে ?
 ভয় তরীতে মোরে দেখা দিবে
 ভাঙা নৌকার নেয়ে ।
 বুদ্ধদেবের উপাসক আমি
 গ্রাহ্য করি না প্রাণ ।”
 ‘হায়,’ ‘হায়,’ করে যাত্রীর দল
 মাঝিরা মুছমান ।
 বুদ্ধের প্রিয় ভক্ত তখন
 মোরে কহিলেন চুপে
 “একজন যাওয়া চাই বোধিমূলে
 চাই যাওয়া কোনোরূপে ।
 পূজা-উপচার আমাদের হাতে
 লোকে যাহা দেছে স'পে
 পৌছিয়া দেওয়া চাই যে সে সব
 বোধি-তরু-মণ্ডপে ।
 তুমি যাও ভাই ওঠ নৌকায়
 পূজা-সামগ্রী লয়ে ।”
 বিপদে-বিমূঢ় আমি তার পানে
 চাহিলাম বিষ্ময়ে ।
 কহিলাম তারে “সে কি হ'তে পারে ?
 হেথায় রহিব আমি,

তুলির লিখন

তুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার
ওগো নির্ঝাণ-কামী ।”
তর্ক চলিছে হুইজনে, হোথা
নোকা তরিছে জলে ;
মাকিরা ডাকিছে, আকুল পরাণ
ওমরিছে হিয়া-ভলে ।
শেষে কহিল সে “এরা তো বণিক
নেমে যাবে ঠাই ঠাই
তীর্থ অবধি যাইতে বন্ধ
তুমি ছাড়া কেহ নাই ।
ইহাদের স’পি পূজা-উপচার
হব কি পাপের ভাগী ?
আমি কীণ ; পথে মারা যেতে পারি,
বুকের অনুরাগী ।
যাও তুমি ।” আর ঠেলিতে নারিলু
উঠিছু তরীতে গিয়া,
আত্মসার এ আত্মারে মম
শত ধিকার দিয়া ।

* * *

বিশ্বাস কর, উঠিছু তরীতে,
ছিল বা প্রাণের স্পৃহা ;

মনে প্রবোধিত—পূজা-সামগ্রী—

কর্তব্য যে ইহা—

পৌছিয়া দেওয়া বোধিমূণ্ডে

নহিলে সত্যহানি,—

লোকেদের কাছে,—যারা দেছে সব

মোদের ধরমী মানি' ।

উঠিল তরীতে মম্বর পদে

মান মুখে নতশিরে

মরণের মুখে এড়িয়া আমার

দোসর সঙ্গীটিরে ।

নাই তিল ঠাই নূতন উড়ুপে

ডুবু ডুবু যেন করে ।

সবার দৃষ্টি লগ্ন এখন

ভয় তরীর 'পরে ।

সকলেই প্রায় এসেছে এ নায়

বন্ধ আসে নি মম,

চেউ নাচে ঘিরি ভয় তরগী

শূণ্য অশান সম ।

নির্দেঘ নভ, সূর্য্য হাসিছে,

ধীরে ধীরে তরী ডোবে,

ধিকারে মন বিরস আমার

বিবাহিয়া উঠে কোভে ।

তুলির লিখন

চেউ চলে জাঙা তরী ডিঙাইয়া
জলে পরিপূর করি',
তবু অবিচল বৃদ্ধ-ভকত
অমিতাভ দেবে স্মরি' ।

* * *

হাহাকার করি' উঠিল সহসা
মাঝিরা ব্যাকুল হ'রে
গেছে ডুবে গেছে ছিন্ন তরলী
বন্ধুরে মোর লয়ে ।

সেই ছবি আমি চক্ষে দেখেছি
মরিতে পারি নি সাথে,
বহু বরষের দোসরে সঁপেছি
তরঙ্গ-সজ্জাতে ।

বিশ্বাস কর তোমরা সবাই
নিজেরে দিয়েছি ফাঁকি,
বাঁচিবার লোভ ছিল তলে তলে
মনকে ঠেঁরেছি আঁধি ।

ছিল মনে মনে তীর্থের লোভ
ছিল সে লোভের ছল,—
লোভ—দেশে লয়ে বাইব বোধির
ঝরা পাতা ঝরা ফল,

পাব প্রশংসা ইহলোকে আর
 পুণ্য সে পরলোকে,—
 এই সব ছিল মনের গোপনে ;—
 পড়েনি মনের চোখে ।
 বাচাতে হয় তো পারিতাম, ...বেশী
 চেষ্টা করিনি তবু ;
 বাচাতে পারিনি, ...এ শোচনা মোর
 জীবনে যাবে না কভু ।

* * *

নীল পানি ছাড়ি নোকা ক্রমশ
 পৌছিল কালাপানি,
 কাল ব্যাধি দেখা দিল নোকায়,
 পীড়িতেরে জলে টানি'
 চাহিল সকলে কেলে দিতে, রোগ-
 সংক্রমণের ভয়ে ;
 ব্যাধিতের সাথী রুখিল তা শুনি'
 কিছুতে সে রাজী নহে ।
 বেশী বকাবকি করিতে, শুনিমু
 কহে সে দৃঢ়স্বরে
 “যতখন দেহে প্রাণ আছে ওর
 রাখিব নোকা পরে,

তুলির লিখন

ও আমার বহুদিনের ভৃত্য
বন্ধু বলিলে হয় ;
জ্যাস্ত থাকিছে জলে ফেলে দিব ?
আমি তো শ্রমণ নয় ।”
আমারে লক্ষ্য করি’ সে কহিল ;
ধিকৃত আমি, হায় ।
চক্ষু খুলিল, বন্ধুঘাতীর
গোপন স্বরূপ ভায় ।
ভৃত্যের লাগি’ এ যাহা করিছে
আমি দোসরের তরে
করি নাই তাহা, ঋকৃত আমি
মানিতে হৃদয় ভরে ।
লয়ে প্রব্রজ্যা পশিছু যখন
শ্রীমহা-সঙ্ঘারামে,
তারে পেয়েছিছু দোসর আমার
কামী নির্ঝাণ-কামে ।
অকূল সাগরে ভেলার ভাগটি
সে মোরে দিয়েছে ছেড়ে,
আমি মহাপাপী, শোচনার শেল
কলিজা ফেলিছে কেড়ে ।
এই আমি, হায়, সজ্জ থাকিতে
পথের পথিক এনে

রোগের চর্যা করিয়াছি সেবা
 মরণ ভুজ্জ মেনে,
 ঝড়ের সময় বাহির হতাম
 না মানি বাজের হানা,
 যতনে বাঁচাতে ঝড়ে নীড়-হারা
 অপটু পাখীর ছানা ।
 করুণা-ধর্ম-অবতারে আমি
 ঝড়ে-ভাঙা ডাল যত
 আনিতাম বহি' পরম যতনে
 আহত জীবের মত ;—
 রাখিয়া দিতাম সলিল-কুণ্ডে
 সরসি' পুন্স-পাতা
 সাধ্য-মতন করিয়াছি আমি
 মোচন তাদেরও ব্যথা ।
 শেষে আমা হ'তে হ'ল এই কাজ !
 হায় রে দারুণ হিয়া !
 শোচনায় নিজ অশ্রু চিবালা
 অশ্রু আপন পিয়া ।

* * *

তবু চিরদিন হেন উদাসীন
 ছিল না আমার মন,

ভুলির লিখন

দোসর তখন প্রাণের সোসর
ভাই হ'তে সে আপন ।
বন্ধুরে আমি বন্ধ জানি নি
জেনেছি মনের মিতা,
সখা ধনের যক্ষ হিলাম
আজ বুঝাইব কি তা' ?
ছিল প্রেমিকের আগ্রহ তার
প্রেমিকের অভিমান ;
তফাৎ ছিল না প্রেমে ও সখ্যে,
সখ্য আমার প্রাণ ।
তবু ভাল নয় বন্ধ-ভাগ্য,
যাদের টেনেছি বুকে
সাপের মতন দংশন করি'
গেছে অন্নান মুখে ।
বণিকের কূলে জন্ম আমার,
আমার ভাগ্যোদয়ে
দূরে সরে গেল কপট বন্ধ
ঈর্ষ্যার জালা লয়ে ।
মিথ্যা আচার কেহ বা করিল,
ফাঁকি দিতে গেল কেহ,
মনে হ'ল শর-শয্যার মত
জীবন,—মর্ত্য-গেহ ।

* * *

ভালবাসিলাম,—অন্তর-স্থখ

উজাড় করিয়া দিয়া,

মনে হ'ল মন তাজা হল তার

নয়ন-কিরণ শিরা ।

একটি চাহনি লাখ টাকা গণি,

একটু গোপন হাসি

মনি-বণিকের শ্রেষ্ঠ মানিক

হতে সে অধিক বাসি ।

পূজার অর্ঘ্য সঁপি' তারে হই

বেশী খুসী তার চেয়ে ;

নিজের বাহিরে অতুল তৃপ্তি,—

অমৃতে উঠিলু নেয়ে ।

* * *

হ্যাংহো নদীর সেতুর নিম্নে

হ'ল সঙ্কেত-ঠাই,

মিলনের বেলা বয়ে যায়, তবু

প্রেয়সীর দেখা নাই !

নদীতে জোয়ার এল অলক্ষ্যে

ফুলিয়া উঠিল জল,

তবু দাঁড়াইয়া তাহার আশায়

রয়েছি অচঞ্চল ।

তুলির লিখন

ডুবে গেল জাহ্নু, ডুবিল কোমর

বিশ্বাস মনে তবু,—

আসিবে ! আসিবে ! ভাল যে বেসেছে

মিছা সে বলে না কভু ।

সহসা অদূরে নৌকার 'পরে

দেখিছু সেই সে নারী,

নূতন বন্ধু-সঙ্গে চলেছে

মশ্গল্ তারা তারি !

আমারে দেখিতে পেল না, কিন্তু

আমি দেখিলাম সব,

আহত হৃদয় নিমেষে হেরিল

ছলনার তাণ্ডব ।

উদাব প্রণয় সব ক্রটি সর

সহে না মিথ্যাচার,

প্রেমে যদি লাগে ছলের বাতাস

তখন মৃত্যু তার ।

বাহির হইল সংসার তাজি'

পরি বিরাগের বেশ,

নষ্ট বন্ধু, ভ্রষ্ট প্রণয়,

অস্তর-ভরা ক্রেশ ।

সন্তে পশিছু পাশয়িতে যত

জীবনের ভুলচুক ;

মন তবু, হার, অহুরাগে রাঙা ;—

তাবিহু জীবের দুখ—

করিব মোটন সাধ্য-মতন

রহি' সজ্জের মাঝে,

লভিব তৃপ্তি অনঘ-দীপ্তি

আতুর সেবার কাজে ।

ছড়ারে দিলাম অনেকের মাঝে

প্রাণের মমতা স্নেহ,

কেজ-বিহীন প্রেমের চক্র

নয় আরামের গেহ ।

বাক্তি-বিহীন প্রেমের চর্চা

নয় গো সহজ নয়

অনেকের দাবী পূরাতে কুরায়

হৃদয়ের সঞ্চয় ।

আমার হৃদয়-পাত্রটি ছোট

অল্প তাহাতে জল,

একের তৃষ্ণা হয় তো মিটিত

বহুতে সে নিষ্ফল ।

ব্যথার চর্যা করিতে করিতে

ব্যথিতেরে গেলু ভুলি'

মনে মনে মন শুকাল কখন,—

হ'য়ে গেল যেন ধূলি !

ডুলির লিখন

মুক হ'রে গেছে মৌন-সেবার
জীবনের মাঝখানে,
কোনো সুখ দুখ উৎসুক যেন
করে না তেমন প্রাণে ।
সব উচ্ছ্বাস-প্রকাশ নিরোধি'
বেঁচে আছি উদাসীন
যারে স্নেহ করি প্রকাশ-অভাবে
সেও ভাবে স্নেহহীন ।
কে যেন কুহকী করেছে উদাস
উদাসীন মস্তরে
বাহিরে ভ্রম ভূষণ আমার
অনুরাগ অস্তরে ।
প্রকাশিতে নারি প্রাণের আকৃতি
জীবনে আমার দিক,
মুনি হ'তে গিয়ে বিমূঢ় হয়েছি
এমনি হওয়া কি ঠিক ?
শ্রমণের রীতি মনটিকে করা
সুখে দুখে অবিচল,—
কুশল প্রশ্নে নাই অধিকার,—
সে বিধির এই ফল ।
তার ফল এই আমার মতন
কুর্ন-কঠিন মন,

তার ফল এই অতি নিদারুণ
বহু বিসর্জন ।

* * *

কূলে পৌছেছি, ভারতে এসেছি,
এসেছি তীর্থে মম,
পূজা-উপচার বহিরা এনেছি
ভারবাহী বৃষ সম ।
তীর্থে এলাম, তবু এ মনের
গেল না মনস্তাপ,
মার্জনাহীন দারুণ কঠিন
এ দুর্জনের পাপ ।
চক্ষে দেখিছু পুণ্য বৃক্ষ
গেলনা মনের ব্যথা,
কী হবে আমার ত্রি-চীবর বাস
বন-খেজুরের ছাতা ?
সাস্থনা শুধু—খালাস হয়েছি
ব্রহ্ম তারের দায় ।
উপাসক যত পাঠায়েছে পূজা
পৌছিয়া দিছি তার ।
রক্ত-খচিত ভিক্ষা-পাত্র
চীন-ভূপতির দান ;

ভুলির লিখন

‘চে-শা’—চাঁদমালা—চন্দন-রেণু

পাঠায়েছে লুন্-লান্ ।

শোভন চো-চীন—চীনা লঠন,

ছ-মুখে মোমের বাতি,

মহাথেবদেব কটিপট্ট এ

পাঠায়েছে চীনা তাঁতি ।

ভুঁ ত-পাথরের কোটা, কলস,

ভিক্ষু-হাড়ের বাশী,

কারু-কাজকরা দাক্ষময় পাথা

আনিয়াছি রাশি রাশি ।

উপাসকদের ভক্তির দান

এনেছি মাথায় করি’,—

কোথা তমলুক কোথা বোধ-গয়া

সকল কষ্ট বরি’ ।

তবুও হয়নি প্রায়শ্চিত্ত,

পাপে বিমলিন আমি,

ওগো প্রভু ! মহাসজ্জবাজন্ !

সজ্জ-বোধি-স্বামী !

বন্ধুঘাতী এ বিদেশী পাতকী,

পাতকে বিদ্ধ হিয়া,

উপসম্পদা কেমনে লইবে

বোধিতরুমূলে গিয়া ?

পরিত্রাজক

পাপে বিমলিন মৈত্রীবিহীন
মলিন হুঃখে শোকে,
ধাতু-গর্ভ এ স্তূপ পবিত্র
দেখিতে পাব কি চোখে ?
সুগতের পূত দস্ত-ধাতুর
সমুখে যাবনা আমি,
দগ্ধ হইব—পরাণে মরিব—
সজ্ব-বোধি-স্বামী !

বাজ্রবা

বার্থ হ'ল, পণ্ড হ'ল সব,
হত পুত্র, বিনষ্ট গৌরব ;
ইহ পরকালে পরাভব ।

কোন্ সূত্রে প্রবেশিল পাপ,—
নাহি জানি কার অভিষাপ,
মন প্রাণ দহে মনস্তাপ ।

হুর্ভিক্ষে করিয়া অন্নদান
বেড়েছিল যে বংশের মান
আজি তার সব অবসান ।

দক্ষিণাস্ত হ'ল না যজ্ঞের,
হায় ! কিবা প্রায়শ্চিত্ত এর ?
হৃদে জলে আগুন কোন্ডের ।

কুচ্ছ অতিকুচ্ছ করি কত
আপনারে করেছি সংযত
তবু ব্যর্থ হয়ে গেল ব্রত ।

হোতা, পোতা, উদগাতা, নেষ্টায়
রক্ষিবারে নারিল চেষ্টায় ;
স্বৈচ্ছা হানি,—শুধু মানি, হায় ।

অলক্ষিতে কোন্ যাতুধান
যজ্ঞে মোর করে দৃষ্টি দান ?
ক্রব্যাদ করিল হবি পান ।

চিত্ত দহে, শাস্তি কোথা পাই ?
অশ্রু ভথি', অশ্রুজল থাই,
অ-নন্দ নরকে মোর ঠাই ।

অশ্রুপুষ্ট মনুষ্য মোরে আসে,
সহস্রাক্ষ রুদ্র হয়ে আসে,
মজিষু মজিষু সর্বনাশে ।

তুলির লিখন

বালক ! অপ্রাপ্ত-প্রজনন !
নচিকেতা ! বংশের নন্দন !
কেন তুই হইলি এমন ?

কেন রোষ জাগালি আমার—
বৃথা প্রশ্ন তুলি বারম্বার ?
যজ্ঞগৃহে বাচাল ব্যাভার !

যজ্ঞে মোর ছিল অথর্বন,—
সে তো কিছু বলেনি বচন ;
তোর একি কাণ্ড অশোভন ?

হায় ! হায় ! ঔরস সন্তান
তো' হ'তে হইলু হতমান ;
ব্যর্থ যজ্ঞ, কৰ্ম্ম, কাণ্ড, দান ।

অভিমানী ! মরিলি আপনি
মোর কটু বাক্যে হুঃখ গণি ;
হৃদে শল্য অর্পিলি বাছনি !

মহাযাগ করি অহুষ্ঠান
ইচ্ছা ছিল লভিব সম্মান
রাজ্য সম পুণ্য-কীর্ত্তিমান ।

ব্রাহ্মণের যশোভাগ্য ক্ষীণ
বাক্যে তোর শূন্তে হল লীন,
লোকমাঝে হইলু রে হীন ।

“বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণায়
পুণ্য কেনা যায় না সস্তায় !”
স্মরি এবে মরি যে লজ্জায় ।

রাজোচিত নহে মোর মন
নাই নাই দাক্ষিণ্য তেমন,
আমি বিপ্র ক্লপণ-কোপণ ।

মজিনু চণ্ডাল নিজ কোপে,—
নিষ্ঠাতির অঙ্কে তোরে সঁপে,
হাহাকারে মরি বংশলোপে ।

ভুলির লিখন

মন তোর কোন্‌ দূরে ধার,
ফিরে আর, ওরে ফিরে আর,
পুষ্পকান্তি ঢাকে কালিমায় ।

ওগো বহু ! শমী-সমুখিত !
নিছাদগ্নি-সঙ্গে-সম্মিলিত !
হব্যে মোর হওনি কি প্রীত ?

সন্তানের প্রাণদান চাই
ওগো বন ! নিয়মের ভাই !
আশায় দিয়ো না মোর ছাই ।

রোষ-বশে বলেছি যে কথা
তুমি জান কী তার সত্যতা,
ভাবগ্রাহী হে মোর দেবতা !

মোর বাক্যে পুত্রে নিলে মম !
সত্যবাক্‌ নহি আমি, কুম,
মিথ্যাচারী আমি যে অধম ।

বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণাতে
সপ্ত হোতা চেরেছি ঠকাতে ;
বজ্রধর বজ্র হান' মাথে ।

হে ইন্দ্র ! সম্রাট দেবতার !
সোমসিন্ত্র অশ্রুতে তোমার
ব্রাহ্মণের করে অশ্রুধার ।

ওগো রুদ্র ! সন্ধ্যা-অত্র-রুচি !
শোকে দহি চিত্ত নহে শুচি,
শেষ মানি লও মম মুছি' ।

উরুনাঙ্গ ! ওগো যমদূত !
হে লুক্ক ! কুক্কুর অদ্ভুত !
ফিরে এনে দাও মোর স্মৃত ।

পুত্র মম নয়ন-নন্দন,
পুত্রে মোর পুণ্যের লক্ষণ ;
সে আমার নরক-মোচন ।

তুলির লিখন

সে নিম্মাপ, নাহি মানি লেশ,
সত্যপথ করেছে নির্দেশ ;
কেন যম ধর তার কেশ ?

ওগো বহু ! ওগো মরুদগণ
সবে মিলি' ক'র' না পীড়ন,
হবাদাতা আমি গো ব্রাহ্মণ ।

সোমলতা বহিতে যে লাগে—
বৃদ্ধ সেই বান্ধবী'নস ছাগে—
যে করিয়া বধে সোমবাগে—

তেমনি কি বধিবে আমার
স্বাস কুধি' মুঠাঘাতে ? হায় !
সবে মিলি' শত যন্ত্রণায় ?

নষ্ট পুণ্য, পুত্রশোকে কুরি,
অগৌরব বন্ধে হানে ছুরি,
অনুতাপে ঋয় মোরে কুরি' ।

ওগো সোম ! অমর্ত্য আসব !
 বাসনে যে ডুবিল উৎসব ;
 ব্যর্থ হ'ল পণ্ড হ'ল সব ।

উয়পা ! আজ্যপা ! পিতৃগণ !
 উষ্ণ অশ্রুসলিলে তর্পণ
 করি আজ হৃৎথাকুল মন ।

পুত্র মোর কোন্ পাপে হার
 পিতা-আগে পিতৃ-লোক পায় ?
 দিবে তারে দাও করুণায় ।

ব্রত ধরি' করি' উপবাস
 মিটারেছি গওঁবে তিয়াব ।
 অনশনে অশন বাতাস ।

একাহায়ে গেছে কতদিন,
 কতদিন অন্নজলহীন,
 তবু পাপ হয়নি কি কীর ?

তুলির লিখন

উদ্ভাস্ত করিছে মোরে শোকে,—
শূত্র সম কাঁদি,—দেখে লোকে,
শ্রাবণের ধারা ছুই চোখে ।

নরকে অ-নন্দলোকে বাই,
পুণ্য নাই—পুত্র মোর নাই,
নাই কীর্তি—টুটেছে বড়াই ।

যজ্ঞে দিয়ে অশ্রদ্ধার দান
এ কি শাস্তি হ'ল গো বিধান—
এক পাপে তাপ অকুরান্ !

রাজ-বন্দিনী

বহিন্ ! তুমি কাঁদিতে পার, তোমায়ে আমি করি না মানা,
আমার হিয়া শুক আজি, আমার আঁখি কান্না-কানা ।
সিদ্ধপতি দাহির রাজা, তাঁহার মেয়ে আমরা দৌহে,
সে কথা তুমি ভুলিছ, হাস, তুচ্ছ তব প্রাণের মোহে ?
কী প্রাণ লয়ে রয়েছ বেঁচে সে কথা কেন যেতেছ ভুলে,
বন্দীকৃত, দেশচ্যুত, ভরসা আশা নাহিক মূলে ।
পড়ে কি মনে সিদ্ধ দেশ ? পড়ে কি মনে পিতার গেহ ?
পড়ে কি মনে দেশের স্মৃতি, ভায়ের প্রীতি, মায়ের স্নেহ ?
পড়ে কি মনে যোদ্ধ বশে ভায়ের নারী রাজবধুরে ?
নির্কাসিতা ! এখনো তোর প্রাণের মায়া শত্রুপুরে ?
বহিন্ ! মোরা দুর্ভাগিনী, নহিলে কেন এমন হবে ?
যুদ্ধকালে পিতার হাতী অহেতু কেন পালাবে তবে ?
রাজার হাতী পালায় দেখি পালাল সেনা আতঙ্কেতে,
গুণ্ডগোলে পণ্ড সবি ; ক্ষেত মেরে কে লড়াই জেতে ?
আহত রাজা ফিরান্ হাতী, কি হবে তাহে ? ভাগ্য বাম ;
অহেতু আহা অগোরবে ডুবিয়া গেল হিন্দু নাম ।
ভাঙিয়া গেল দেউল-ধ্বজা, মরিল লোক অসংখ্য,
ডুবিয়া গেল রাজ্য রাজা, রহিল শুধু কলঙ্ক ।

তুলির লিখন

আমরা নারী অস্ত্র ধরি রুখিছু অরি দিন হু'দিন,
বহিন্! তাহা মনে কি পড়ে? হুর্গ মাঝে খাড়াহীন
তবুও মোরা খুলিনি দ্বার সিদ্ধ-মরু-সিংহিনী,
আজিকে তোর মরিতে ভয়? হায় গো লাজ, বন্দিনী!

*

*

*

মনে কি পড়ে কাসিম শেষে বিপুল-ধুরো দূরন্দাজে
হুর্গ ভেঙে বন্দি করি লইল সব শিবির মাঝে?
মরিতে মোরা চাহিয়াছিছু ধরম-ভয়ে অবলা নারী,
ভাগ্যে আছে অত্ৰবিধ, মোরা কি হায় মরিতে পারি?
বিদেশ দেখা ভাগ্যে ছিল তাইতে বুঝি কাসিম আলি
পাঠাল প্রভুভক্ত জীব প্রভুর পাশে ভেটের ডালি।
মোদের বীরপনায় খুসী ছিল সে মনে বীর্যবান্
হুকুম দিল তাই সে কড়া “হয় না যেন অসম্মান।
এদের দৌছে পৌছে দেবে দামাস্কাসের রংমহলে
রাজার মেয়ে ইহারা রাজভোগ্যা শুধু ভূমণ্ডলে।
রহিব আমি হিন্দুভূমে, রহিব হেথা পড়িয়া কারে,
করিতে হবে সায়ের্ত্তা যে নূতন এই মহলটারে।”
উঠিল ডেরা চলিছু মোরা ভারত ত্যজি জন্মশোধ,
সময় হাতে পাইছু বলি হুখের মাঝে হুর্ষবোধ।
উটের পিঠে উঠিছু হায়, তিতিয়া দৌছে অশ্রুজলে
প্রতিশোধের গুপ্ত ছুরি রহিল ঢাকা আঙিয়া-তলে।

*

*

*

হজুরে যবে হাজির হই কালিক ছাঁটা-মোচ মুচড়ি
 কাশিল কিবা ভাবিল, হেসে লইল খুলে হাতের কড়ি,
 বুঝায়ে দিল ইঙ্গিতে সে, 'খাসমহলে মোদের ডেরা',
 অপমানের আসন কিবা রয়েছে পাতা আরাম-ঘেরা।
 শিহরি যেন উঠিল তনু, বুকের ধারা গেল সে থামি,
 অন্তচি যেন নিশাসে তার অধীর হয়ে উঠিলু আমি।
 মিথ্যা বলা শিথিনি কভু, কে যেন মোরে বলাল তবু
 সন্ত-খোলা ছ'হাত জুড়ি' কহিলু তবে "খামিন্! প্রভু!
 আমরা নহি যোগ্য তব;—কি বলে করি আর্জি পেশ;
 প্রভুর ভোগে লাগে কি কভু ভৃত্যজন-ভুক্তশেষ?
 আমরা নারী, সরমে মোরা সকল কথা বলিতে নারি,—
 হুঃসাহসী কাসিম মিঞা, সাহস তার বেড়েছে ভারি,
 সিদ্ধ-জয়ে গর্বিত সে, আগে সে ভরে নিজের পেট,
 অধিক আর বলিব কিবা? বলিতে মাথা হয় যে হেঁট।
 সিদ্ধ-জয়ে গর্বিত সে, একে সে যুবা, প্রবল তার,
 রূপের আগে লোলুপ হিয়া প্রভুর দাবী ভুলিয়া যায়।"
 কামড়ি' দাড়ি' দস্তে কোভে কালিক কহে গর্জি তবে
 "চাকর দাগাবাজ হয়েছে, উচিত সাজা ইহার হবে।"
 উজীর! আনো হুকুমনামা, পাঠাও চিঠি সিদ্ধ দেশে—
 কাসিমটারে দিক পাঠায়ে আমার পায়ে বন্দী-বেশে।
 কিম্বা...হা! হা!...তাহার চেয়ে সিঞায়ে কাঁচা গোচর্ম্মেতে
 দিক পাঠায়ে গোচরে মম দিক-জীবিতে প্রাণ না যেতে;

তুলসি লিখন

শীর সে কাঁচা-সিদ্ধি-লোভী—কাঁচার কুখ্য তাহার আজি ;
তুকায়ে কাঁচা বরিলে এঁটে কাঁচার মজা বুঝিবে পাণ্ডী ।”
স্বক হয়ে রহিল সবে প্রতিবাদের সাহস নাহি,
বিকৃত করে বিকট মুখ মোদের পানে বক্র চাহি ।
আমরা দৌহে মহোন্মাদে জ্বরের আশে পরস্পরে
নীরবে হেরি উজল চোখে, বহিন্ তাহা মনে কি পড়ে ?

*

*

*

অবলা করি গড়িল বিধি, তাই নারীরে দিল সে ছল,
বল নাহিক বাহতে বার তাহার চির ছলনা বল ।
কহিনু কি যে করিনু কি যে ভাবিয়া ঠিক করিনি আগে,
বাঁচিয়া গেলু লালচ-আঁচে এই কথাটি চিন্তে জাগে ।
ভাতিবে কোথা ইচ্ছা মম স্বয়ম্বরে মাল্যরূপে,
তাহা না হয়ে রাজার মেয়ে ডুবিব কার কামের কূপে ?
* বাঁচিয়া গেলু, বাঁচিয়া গেলু ; কে কোথা মরে ভাবিতে নারি,
সত্যে আমি প্রণাম করি, মিথ্যা মম লজ্জাহারী ।
মিথ্যা হ'ল মুক্তিদাতা, মিথ্যা হ'ল ভয়ত্রাতা,
সত্য আছে হাত গুটায়, আছে কি নাই জানিও না তা ।
সত্য কিবা ? মিথ্যা কিবা ? দেবতা কই ? ধর্ম কোথা ?
ধাতুশিলার মূর্তি যত,—ওরা কি মোর স্তুতির শ্রোতা ?
গাধার পিঠে কাসিম যবে স্নেহে দেশে পাঠাল সবে,—
চারিটা করে' আছে তো হাত, কথিতে কেন নারিল তবে ।

দেউলে ধবজা পড়িল টুটে, যবন ছুঁল বিগ্রহে রে,—
 দেউলে যদি দেবতা থাকে এ অনাচার কেমনে হেরে ?
 হাতীর ভুলে ডুবিল জাতি, অর্থ এর কোথায় মেলে ;
 বহিন্ ! তুমি কাঁদিতে পার, আমি তো বাঁচি মরিতে পেলে ।

* * *

সত্য গেছে অতলে ডুবে, মিথ্যা সে যে হয়েছে জরী,
 দেশের রাহু কাসিম মৃত, আজ মরিতে কাতর নহি ।
 খবর দিল কালিফ নিজেকে ; উঠিল হেসে ; হাসিব নাক' ?
 কহিল “মিঞা ! মূর্থ তুমি, নারীর আগে কী বল রাখ ?
 নিরপরাধী কাসিম আলি, ছোঁয়নি মম কেশেরও কণা,
 তারে নিহত করিলে তুমি ? বুঝিতে নার প্রবঞ্চনা ?
 কেমন ক'রে রাজ্য রাখ ? রাজন্ ! তুমি মূর্থ অতি ;
 কাটিলে নিজ ডাহিন বাহু ; বিধাতা বাম তোমারও প্রতি ।”
 ফেপিয়া গেল কালিফ যেন কঠোর মোর টিটকারিতে,
 তৎক্ষণাৎই হুকুম দিল হাতে ও গলে শিকল দিতে ।
 ঘোড়ার ল্যাঞ্জে বাঁধিয়া দৌহে সেই ঘোড়া সে ছুট করাবে,
 চূর্ণ হবে অস্থি যত পথের ধূলে পরাণ যাবে ।
 এই তো সাজা ! রাজার মেয়ে ! পথে জীবন যাবে টুটে ;
 মোদের লোহে মরুভূমির ধূলে গোলাপ উঠবে ঝুটে ।
 আমার তাহে দুঃখ নাহি, বরং খুসী আমার মন,
 অনিচ্ছারি মোহাং চেয়ে শ্রেয় মরণ-আলিঙ্গন ।

তুলির লিখন

বহিন্ ! তুমি নেহাৎ ভীৰু, মোছ তোমার চোখের জল,
শত্রু শুধু হাসছে দেখে, এখন কেঁদে কি আর ফল ?
কার করুণা চাও জাগাতে শত্রু-পুরে নিঃসহায়,—
বাইরে তব দুৰ্বলতা প্রকাশ করে' কি ফল হয় !
মরিয়া গেছে পিতার অরি মোদেরি কুট কোশলে ;
জয়ের মালা মাথায় পরে' চল মরণ পায় দ'লে ।
বহিন্ ! তুমি হৃদয় বাঁধ হিন্দু-রাজনন্দিনী,
মরণ জিনে মরিব মোরা সিদ্ধ-মরু-সিংহিনী ॥

যশ যন্তু

আমায় এরা পাগল বলে, কয় গো দেওয়ানা !
শাহান্ শাহা ! আস্তে ব'লে আজ কেন মানা ?
গরীব আমি ছিলাম খুসী গরীব-আনাতে,
তোমার কাছে নিজের কথা যাইনি জানাতে ।
অড়র কাঠের কয়লা দিয়ে পথের দু'পাশে
প্রাচীর-গায়ে পট আঁকিতাম, ছিলাম উল্লাসে ।
হাওদা হ'তে দেখতে পেয়ে থামলে হাতী
মেহেরবানী বহুং তোমার মোগলের নাতি ।
নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখ্‌শিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাই দিলে হে গুণীর মজলিসে ।
তুলির খেলা দেখে 'সাবাস্' ওস্তাদে বলে
আদরা দেখে আদর ক'রে ঠাই দিলে দলে ।
এঁকে দিলাম তোমার ছবি দরবারে এসে
নও রতনের সভার মাঝে দরবারী বেশে ।
আমায় তুমি সঙ্গে ক'রে দরবারে দাও বার,
নক্সা দেখে নক্সা আঁকি বেগম-সাহেবার ।
হঠাৎ কে কি চুকুলি খেলে আমার আড়ালে,
চুক্ ছিল না হায় গো তবু শিকুলি পরালে !

তুলির লিখন

আয়ী গো ! তোর পায় পড়ি গো, শিকলি দে খুলে
আঁকব না তোর বরের দাড়ি আমি আর মূলে ।

*

*

*

পর্দা-নিশিন্ বাদশাজাদী রংমহলে বাস,
তাতার নারী ছায় পাহারা হাবসী ক্রীতদাস ।
নক্সা নিজের আঁকিয়ে নিতে হ'য়েছে তার সাধ,
চৌট ছুটি 'মিম্' আলতা-লেখা, চোখ ছুটি তার 'সাদ' ।
বাদশা বলেন যাও, 'বশোমন্ত্ ! বিশ্বাসী তুমি,'
খুসী হ'য়ে করি সেলাম স্পর্শিয়া ভূমি ।
হজুর বলেন "বাদশাজাদী থাকবে ঝরোখায়,
নীল যমুনায় পড়বে ছায়া,—দেখবে শুধু তায় ।
ছায়া দেখে আঁকবে ছবি বরণ-তুলিতে
পারবেনাক উপর পানে নয়ন তুলিতে ।
খেয়াল রেখ, দেখ যেন হয় নাকো ভুলচুক ।"
আমি ভাবি, না জানি তার কেমন মিঠে মুখ !

*

*

*

*

জলের ভিতর পোস্তা-গাঁথা বুরুজ উঠেছে
শিল্পীজনের স্পর্শে শিলায় পুষ্প ফুটেছে ।
নৌকা আমার লাগল এসে প্রাসাদমূলেতে,
জলের কলভাষণ শুনি মনের ভুলেতে ।
দোলা দিয়ে জল চ'লে যায় নায়ের হু'পাশে
কোন সে পরীর পরশ-মদে তরল রূপা সে !

আচম্বিতে পর্দা সরে অন্ধ ঝরোথার,—
 পারিজাতের পুষ্প ফুটে বক্ষে যমুনার !
 আয়না ধরি' নৌকা পরে দেখ' কি তারে ?
 জলের ছায়ায় তিয়াব কারো মিটতে কি পারে ?
 আফসানিয়া কাগজ সে কই ?—সোনা-ছিটানো ?
 নীচু মাথা ঝুঁকিয়ে পাগল ! কী তুলি টানো ?
 ফিস্ফিসিয়ে কয় কে কানে—রূপ কি স্নহলভ !
 উপর পানে দেখ' রে,—না হয় বলবে বেরাদব ।
 বিছাতে দিল্ চমকে গেছে—ফেলেছি চেয়ে !
 লুকিয়ে গেল বাদশাজাদী আলোয় দিক্ ছেয়ে !
 রুক স্বরে সেপাই হঠাৎ ইঁাকে 'ধবর্দার !'
 আফশোষে হায় হৃদয় শুকায় সংজ্ঞা নাই গো আর ।
 নীচু মাথা নীচু করেই এসেছি ফিরে ।
 তুলির লেখা লিখ'তে আমার বৃকের রুধিরে ।

*

*

*

পথে পথে বেড়াই ঘুরে দয়বারে না যাই,
 যেথায় খুসী 'বাদশাজাদী !' 'বাদশাজাদী !' গাই !
 বাদশাজাদী কেবল আঁকি মনের খেয়ালে,
 দুর্গ-ভিতে দিল্লী জুড়ে পথের দেয়ালে ।
 এই কসুরে বাদশা ! আমায় শিকল পরালে
 বাজ পাখী হে ! করলে জখম্ খাম্খা মরালে ।

তুলির লিখন

আলমানে চাঁদ সবাই দেখে বারণ নাহি তায়
দেখলে চোখে চাঁদের মালিক শিকল না পরায় ।
চাঁদের পানে চাইতে আছে বাদশাজাদী গো !
তোমার পানে চাইতে মানা, তাইতো কাঁদি গো ।
তুমি চাঁদের চাইতে সুদূর সুধার পেয়ালা !
চাঁদ উজ্জলে জুনিয়া, তুমি দিল কর আলা !
তোমায় আমি আঁকব কোথায় মলিন মরতে,
আঁকব তোমায়, দেখব আমার প্রাণের পরতে ।
চুলের তুলি চোঁচের তুলি ছুঁইনে আঙুলে,
কাঠবিড়ালীর মোচের তুলি ধরিই নে মূলে ।
হাতীর দাঁতে কাঁচকড়াতে আঁকব কিবা আর
দিল্লী জুড়ে দিলের খবর ব্যস্ত সে আমার ।

* * *

চাঁদের কোণা ! দেখব তোমায়, পালিয়ে যেয়ো না,
মনে লাগে, অমন করে জানুলা দিয়ে না ।
তুমি আমায় মনে মনে ভাবলে নীচু ? ছি !
কোমল মনে এমন দারুণ ভাবতে পার কি ?
মানুষ বড় ! মানুষ ছোটো ! এমনি কি ছোটো ?
তোমরা না হয় পটের বিবি, আমরা সে পোটো ।
পাথোয়াজে সাজ পরানো মোর বাপদাদাদের কাজ,
পরজারে হাত লাগাই নে গো, মৃদঙ্গে দিই সাজ ।

বিধি আমায় শিল্পী ক'রে দিলেন পাঠ্যে,
 রূপের রঙের নেশায় কিসে উঠব কাটায়ে ?
 ওই নেশাতেই আগুন বুকে ধরে জোনাকী,
 বজ্রশিখায় তুচ্ছ মানে ফটক-জল-পাখী ।
 মানুষ উচু, মানুষ নীচু,—শুন্তে না চাহি,
 হায় রে সরম ! কোথায় ধরম ? কোথায় ইলাহি ?
 মানুষ ছোটো, মানুষ বড় এও কখনো হয়,
 এক বিধাতার হাতের গড়ন, ছাঁচ তো তফাৎ নয় ।
 দুঃখ দিতে তোমরা দড় তাই কি বড় ? ভাই !
 আমরা ছোটো সেই দুখে যে পাগল হ'য়ে যাই ।
 বাদশা ! আমার গর্দান নাও ; যাতনা এড়ি ;
 পাগল ব'লে মাফ ক'রে পায় পরিয়ে না বেড়ী ।

* * *

কাল্পেঁচাতে হাঁকছে গ্রহর, সান্ধীরা ঘুম যায়,
 মাকোষা জাল বুনছে মোগল ! তোমার ঝরোয়ায় ।
 মনের কথা মনেই কাঁদে মনের বিজনে,
 মানুষ উচু মানুষ নীচু মেকীর ওজনে !
 চোখের দেখা দেখতে শুধু জড়িয়েছি জালে ।
 দেখার তুষা মিটাব,—তা'ও নাইক কপালে ।
 গুলিয়ে গেল মগজ, মনে কখন যে কি ঝোঁক
 আপনি কাঁদি আপনি হাসি, পাগল বলে লোক ।

তুলির লিখন

আয়ী ! আমায় ছেড়ে দেগো, করব না কিছু,
(শুধু) নীল যমুনার দেখ্‌ব গো জল, শির করে নীচু ।
ডবল শিকল পরাস,—যদি উচু চোখে চাই,
নীল যমুনার জল দেখিতে বারণ তো কই নাই ॥

দুর্ভাগা

চোখের জলে ডাকছি তোমায় ডাকছি জনম ভোর,
শতেক তাপে তপ্ত আমি জীর্ণ জীবন মোর ;
জগৎস্বামী ! করতে হবে আমায় করুণা,
স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতারে নিরাশ ক'র' না ।
প্রাণের ডাকে ডাকলে, শুনি, ঠেলতে নার যে,
প্রাণের যোগে যুক্ত তুমি,—মৃণাল সরোজ ;
এস আমার পরাণ-পুটে আনন্দ অক্ষয় !
ঠাকুর আমার, দয়ার ঠাকুর ! প্রভু ! দয়াময় !
গোসাঁই গুরু চাইনে আমি পরের দালালি,
পরের দালালিতে কেবল কপালে কালি ।
পরের পরামর্শেতে ধিক্, আপন করে পর,
তুই হৃদয়ের মধ্যে এসে করে স্বতন্ত্র ।
চাইনে আমি, চাইনে ওগো, পরের স্মৃতি,
আর যারি হোক আমার ওতে হবে না মুক্তি ।
ঠেকে শিখে এমনি হ'রে গেছে আমার মন,
নিজের ডাকে ডাকব তোমায় ঠাকুর নিরঞ্জন !

* * *

পরের কাছে গোপন কথা জানিয়ে অকারণ,
পর হ'রে মোর গেছেন স্বামী বার্থ এ জীবন ।

তুলির লিখন

তোমার পায়ে জানাই প্রভু ! হৃথের কাহিনী
স্বামী ছিলেন খোস্-খেয়ালী, কুলোক নন্ তিনি ।
পাঁজীর মতে লগ্ন ছিল, তবুও যে কেমন
আমার পরে তেমন ক'রে লাগ্ল না তাঁর মন ।
মোনে গেল মিলন-রাতি শুকিয়ে গেল মুখ,
সোহাগ-রূপণতায় তাঁহার পেলাম মনে দুখ ।
অল্প তখন বয়স আমার, প্রথম ব্যথা সে,—
জানিয়ে দিলাম যারে তারে কী এক ছতাশে ।
একটুখানি টানের কম্বী,—একটুকু গরমিল,—
আপনি যেতে পারত সেরে হয় তো সে তিল তিল,—
ইহার উহার কথার খোঁচার উঠল বেড়ে ঘা,
অনাড়ীদের নাড়াচাড়ায় সারতে পেলো না ;
চুল সম চিড়্ বাড়ল চাড়ে, অদৃষ্টে কষ্ট,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে ধুঁইয়ে আগুন হল সে পষ্ট ।
মন না পেয়ে মনের কথা, হায় গো সব আগে
জানাই নি মোর মন-মানুষে দুঃখে ও রাগে ;
জানিয়েছিলাম নীচ দাসীরে এমনি কুবুদ্ধি,
জনম ভ'রে চলছে আমার সেই পাপের শুদ্ধি ।

* * * *

ছটি মনের মনামুনি ঘটল না দেখে
মা বোন্ বলেন “কেমনে বশ যায় করা একে ?”

জুটল এসে মস্ত-জানা সাধু সন্ন্যাসী—
 যাগের নামে টাকা নিয়ে ভাগল কেউ কাশী,
 কেউ পরালে মাহুলি আর কেউ করালে জপ,
 ঈশান কোণে পুঁতলে সরা, ব্যর্থ হল সব।
 ছিটা ফেঁটা মস্ত ঘটা উঠল যেই বেড়ে,
 একেবারে তফাৎ দামী হ'লেন ঘর ছেড়ে ;
 মনের কোণে যে খুঁৎ ছিল, সারত সে হয় তো,
 পরস্পরের ঘনিষ্ঠতায়,—বিচিত্র নয় তো,—
 মনের ডাকে ডাকলে পরে মন হ'ত তার বশ,
 ভাবের ঘরে অভাব ; শুধু বাড়ল অ-স্বরস।

* * * *

তুচ্ছ ধনের থাকলে দাবী, নালিস চলে তার,
 মনের দাবীর নাইক নালিস মিথ্যা হাহাকার ;
 কোন্ হাকিমের মনের পরে করতে পারে জোর
 খোর-পোষের এ নয় গো দাবী স্নেহের ক্ষুধা-মোর।
 কোন্ আদালত ডিক্রি জারি করবে গো চিন্তে,
 কোন্ হাটে সে ধন পাওয়া যায় হায় গো কি বিত্তে।
 মনের মালিক তফাৎ থাকে ছায় না সে ধরা,
 কইলে কথা জবাব দিতে করেই না স্বরা।
 চোখে চোখে মিলন হ'লে অন্য দিকে চায়,
 জানলা দিয়ে উদাস আঁখি কোথায় উড়ে যায় ;

ভুলির লিখন

স্বামীর সোহাগ এই জীবনে পাইনিক, স্বামী !

শুভ কাজে ডাক পড়ে না, হুর্ভাগা আমি ।

* * *

দিনের পরে দিন চলে যায় মাসের পরে মাস,
হতাশে মন শুকিয়ে উঠে নাই কোনো আশ্বাস ।

হঠাৎ এল দাসীর মাসী পরম গুণী সে,

ওষুধ-বিষুধ অনেক জানে ; এমনি শুনি যে,—

দাসীর মাসীর দেখন-হাসির জামাই বেয়াড়া

তার ওষুধে একেবারে হয়েছে ভেড়া !

শুনে যেন দোস্তা-পাতার লাগল তলব জোর

আড়ালে তার শুধাই ডেকে “কেমন ওষুধ তোর ?—

থাওয়াতে হয় ?” “তা হয় বাছা !” বললে আমায় সে ;

আমার তখন বুদ্ধি কাঁচা বললাম “এনে দে !—

ভয় কিছু নেই ?” “রামঃ, হাতে পড়বে যে দড়ি

তেমন ওষুধ আমরা রাখি ?—পরব হাতকড়ি ?”

নিলাম ওষুধ, পানের সাথে দিলাম স্বামীয়ে,

পাপীর পাপী পঞ্চ-পাপীর অধম আমি রে ।

ওষুধ আপন কাজ করিল, দিনে দিনে হয় ।

অমন মানুষ চোখের উপর কেমন হয়ে যায় !

মগজ গেল নষ্ট হয়ে, বুদ্ধি হ’ল ক্ষীণ,

রইল হ’য়ে জব-স্ববির, অধীন, গতিহীন ।

পেলাম তারে হাতের মুঠায়, পেলাম না পূরা,
 'গুণ' করিতে করম-দোষে সব হ'ল গুঁড়া ।
 পেলাম তারে নিজের কোটে, পেলাম না তার মন,
 মনের মজা ফুরিয়ে গেছে, জড় এবে সেইজন ।
 জড়কে নেড়ে কি সুখ ? বল ! পুতুল-খেলা, হায় !
 ছেলেবেলার সুখ সে, এখন সুখ মেলে না তায় ।
 ব্রহ্ম সাধক ! করলি কি তুই ? মূর্খ তুই খাঁটি,
 কাদার ছাঁচে মনের ঠাকুর করলি যে মাটি ।
 মাটির ডেলা পূজা করে ভরল না হায় মন,
 মন দিয়ে মন পেয়ে যে সুখ, সে সুখ অদর্শন ।

*

*

*

নিত্য-প্রায়শ্চিত্তে কত দিনের পরে দিন
 কেটেছে মোর পঙ্গু স্বামীর সেবায় শ্রান্তিহীন ;
 আমার পাপে পঙ্গু স্বামী হায় গো বিধাতা !
 তোমার পায়ে ঠাই পেয়েছেন, আমি অনাথা ।
 এক লা জীবন, স্মৃতির বোঝা বহিতে না পারি'
 তোমায় ডাকি আকুল মনে, হে হৃৎখহারী ।
 মানস-রূপে এস মনে মনের পরমেশ !
 পাপে তাপে জীর্ণ হৃদয়, দুখের কর শেষ ।
 গুরু গোসাঁই চাইনে আমার, নেবনা মন্তর,
 নিজের ডাকে ডাকবে তোমায় তুষিত অন্তর ;

তুলির লিখন

শিশু যেমন সহজ স্বখে আপনি হৃদ টানে,
হৃদ টানিবার মন্ত্র কেহ না ছায় তার কানে,
তেমনি আমার প্রাণের টানে টানবে তোমারে
আপনি পূরা হবে হৃদয় অমৃত-ধারে ।
নানান্ মতে এই জগতে হয়েছি নিষ্ফল,
এস প্রাণে প্রাণের আরাম ! মুছাও আঁধিজল ।
তোমার আমার মাঝখানে আর বসাব কারে ?
আড়াল করে থাকবে সে যে ঢাকবে আঁধারে ;
কথার ধোঁয়া, মতের ধূলা উড়াবে খালি,
চাইনে ঠাকুর ! চাইনে আমি পরের দালালি ।
তুমি গুরু, তুমি গোসাঁই তুমি সে ইষ্ট,
ইহ পরকালের স্বামী ভক্তি-আকৃষ্ট !
তুমি পরম প্রায়শ্চিত্ত মলিন এ চিন্তে,
কর পরম প্রেমের ভাগী আনন্দ-তীর্থে ।
অন্ধ-করা অন্ধকারে দীপ্ত তুমি দীপ,
অশ্রুধন জীবনে মোর শ্রাবণ-শোভা নীপ ।
বন্ধ ধরে বন্ধ ! কথা কইছ ইশারায় !
মানস-লোকে মনের মাথুষ ! প্রণাম করি পায় ॥

বিদ্যার্থী

আমারে পড়া করি' লও তব
বিদ্যারণ্য মুনি !
পণ্ডিত-বটু বটি হে ঠাকুর,—
হ'তে পারি নাই গুণী ।
বয়স আমার বত্রিশ পার,
তোমারে স্মধাই তাই—
এ বয়সে আর বিদ্যা পাবার
কোনো ভরসা কি নাই ?
যেখানে গিয়েছি ফিরায় দিয়েছে,
ফিরেছি নানান্ দেশে,
ভেসে ভেসে আজ তোমারি চরণে
আসিয়া ঠেকেছি শ্বেষে ।
ভোজ খেয়ে আর দাবা পাশা খেলে
বয়স গিয়েছে কেটে,
বংশ-গরিমা রাখিতে নারিছু
জল আসে চোখ্ ফেটে ।
এ-সকল কথা আগে ভাবি নাই ;
দিন গেছে টো টো ক'রে,—

তুলির লিখন

দোকানে দোকানে মজলিস্ রেখে,—

ফল পেড়ে পাখী ধরে ।

আমাদের টোলে মানুষ হয়েছে

দেশ-বিদেশের ছেলে,

আমারি কেবল গ্রাহ ছিল না,

দিন গেছে অবহেলে ।

সহসা ঘটিল পরিবর্তন

ঠাকুরের হ'ল কাল,

মা গেলেন সহমরণে চলিয়া ;

বুঝি নিজের হাল ।

পড়ুয়ারা চলে গেল একে একে,

জনহীন চৌপাড়ি,

পুল্লী নীরব হ'য়ে গেল যেন

ভয়েতে ভরিল বাড়ী ।

পণ জুটিল না, বিবাহ হ'ল না

হাত পোড়াইয়া বাঁধি ।

কাঠ কাটি, জল তুলি, ভাঙা বেড়া

গিরা দিয়া নিজে বাঁধি ।

তবুও সময় না চায় কাটিতে,

চিৎপাত হ'য়ে পড়ি,

মশা মারি, মাছি তাড়াই, ঘরের

গণি গো বর্গা-কড়ি ।

ছকিলে কুকুর করি দূর দূর,
 গরু এলে দিই তাড়া,
 কোনো কাজ আর ছিল না আমার
 একেবারে ইহা ছাড়া ।
 বলিতে ভুলেছি—কোনো কোনো দিন
 সিন্দুক পেটি খুলি
 দেখিতাম বসে পুরাণো কালের
 গৃহ-তৈজসগুলি ।
 দেখিতাম মোর অন্নপ্রাশনে
 পাওয়া ঘটি, বাটি, থাল,
 ঠাকুরমায়ের রাঙা চেলি আর
 ঠাকুরদাদার শাল ।
 পৈতৃক ধন বিত্তা না পেয়ে
 পেলাম পুঁথির রাশি,
 পিতার বিদ্রোহে পৈতৃক ভিটা
 আমার ধরিল গ্রাসি' ।
 আমার বলিতে শুধু সেই ছিল,
 সেই পুরাতন ভিটা,—
 তার ইটে ইটে মাধুরীর ছিটে,—
 ভিটা মমতায় মিঠা ।
 তারে ছেড়ে মন নড়িতে না চায়,—
 পড়ে আছি দিবারাতি,

তুলির লিখন

ফিরে গেল কত নগর-ভোজের

নিমন্ত্রণের পাঁতি ।

অকারণ তবু ভয়ে বেন মন

ভরিয়া ভরিয়া ওঠে,

ছাত্রমুখর এই সেই ঘর

আওয়াজ ছায় না মোটে !

মৃত্যুর মত নির্ঝাঁক সে যে

বিহ্বল ক'রে তোলে,

পরান থাকিত হ'য়ে সচকিত

মাথা রাখি তার কোলে ।

নিজ খড়মের প্রতিধ্বনিতে

রাতে উঠি ভয়ে কৈপে,

কোনো দিকে আর চাহিতে না পারি

দুই হাত বুকে চেপে—

ঘরে ঢুকে যাই, কবাট আঁটিয়া

হাওয়াই চক্‌মকি,

দীপ জ্বলে ভাবি ভয় ভুলিবারে

উপায় বা করিব কী !

চোখ পড়ে গেল পুঁথির রাশিতে,—

মনে প'ল,—রাম নামে

ভয় দূরে যায়, ভাগে ভূত প্রেত

ভীকর ভাবনা থামে ।

বিজ্ঞার্থী

করিলাম স্থির খুঁজিব এখনি
রামায়ণ পুঁথিখানা,
চেপ্টা করিয়া পড়িব, নাগরী
হরফ তো আছে জানা ।
চট্ ক'রে যেই চড়িছু চালিতে
পট্ করে পচা দড়ি
ছিঁড়ে গেল, চালি ভেঙে পুঁথিপাতা
গৃহতলে ছড়াছড়ি ।
আমি পড়ে গেছু, তাহারি ঝাপটে
সহসা নিবিল বাতি,
পৃষ্ঠে মাথায় পড়িতে লাগিল
কিল, চড়, গুঁতা, লাথি !
মনে হ'ল শত ক্রুদ্ধ চোখের
দৃষ্টি আমার 'পরে
আছে নিবদ্ধ,—টিট্কারী-ভরা
অকরণ অন্তরে ।
পড়িছে পড়িছে কেবলি পড়িছে
তুলিতে না ছায় মাথা,
হারাহু চেতনা ; তারপর আর
কী যে হ'ল—জানি না তা' ।
মূর্খজন্য মলিন পরশ
সহেনা সরস্বতী,

ভুলির লিখন

তাই এ ঘটনা ঘটল বুঝি বা
তাই এই হুর্গতি ।
হুর্গতি কি না বলিতে পারিনা,—
স্বপনেতে সেই দিন
পরলোকগত পিতারে দেখিতে
পেয়েছিল এই দীন ;
মূৰ্খ ছেলের হুঃখে বুঝি গো
ব্যথা পেয়েছিল মন,
স্বর্গ ছাড়িয়া আমারি শিয়রে
তাই হ'ল আগমন ;
জীবনে আবার স্নেহ-গন্তীর
বচন শুনিবু তাঁর,
কহিলেন মোরে “বন্দিনী বাণী,
কর তাঁরে উদ্ধার ।”
কি বলিতে গেবু,—কাঁদিয়া উঠিবু,—
স্বপন টুটিল, হায়,
চাহিয়া দেখিবু প্রভাতের আলো
উকি ছায় জানালায় ।
পুঁথিগুলা যেন হাসে মোরে দেখে
মেলি' হরফের দাঁত,
ধীরে ধীরে তবু গোছাতে গেলাম
মিলাতে গেলাম পাত ।

তুলোটির পাঁতি তালের পত্র
 ভূর্জ-লিখন আর
 আমার উপরে আড়ি করে' যেন
 হ'য়ে আছে একাকার ।
 তিল-তণুল মিলনে মিলেছে
 একশো পুঁথির পাতা,—
 নীরে-ক্ষীরে যেন মিশেছে, তাদের
 গোছাতে ধরিল মাথা ।
 অক্ষরগুলো চেয়ে থাকে শুধু
 অর্থ না যায় বোঝা,
 ভূতের বোঝা এ,—দিই চুল্লীতে ;—
 কাজ হ'য়ে যাক সোজা ।
 হঠাৎ স্মরণ হইল স্বপন,—
 পোড়ানো হ'ল না আর,—
 “বাণী রয়েছে বন্দিনী হ'য়ে
 কর তাঁরে উদ্ধার !”
 নিশ্ফলে খেটে দিন গেল কেটে,
 রাত্রি আসিল ফিরে,
 বিতথ পুঁথির মধ্যে পাতিল
 মলিন শয্যাটিরে !
 চক্ষু জুড়িয়া তন্ময় যেমন
 আসন পেতেছে তার,—

ভুলির লিখন

অমনি শুনিহু “বন্দিনী বাণী

কর তাঁরে উদ্ধার।”

পাগলের মত হইয়া উঠিহু

অনিদ্রা অনাহারে,

ভিটামাটি ছেড়ে হলাম বাহির

নিশির অন্ধকারে।

গ্রামের প্রান্তে বেণুবনে বায়ু

করিতেছে হাহাকার,—

“বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ’য়ে

কর তাঁরে উদ্ধার।”

ঝিকিঙলো বলে “ছিছি ! মিছেমিছি

পিছনে চেয়োনা আর,

বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ’য়ে

কর তাঁরে উদ্ধার।”

সেই হতে ফিরি বেয়াকুল হ’য়ে

পথে পথে দেশে দেশে,

“বুড়া পড়ুয়ার পাঠশালা নাই”

বলে মোরে সব হেসে।

ব্রাহ্মণ-বটু বটি তো ঠাকুর

বয়স না হয় বেশি

স্বপ্ন-আদেশে এসেছি ; নহিলে

এ বয়সে টোলে ঘঁসি ?

বিদ্যার্থী

পুঁথির ভিতরে বন্দী রয়েছে
মুক্তিদায়িনী বাণী,
তাঁরে উদ্ধার করিবার ভার
আমারি উপরে জানি ।
আমারে শিখাও, পায়ে ঠাই দাও
হে গুরু ! পুরাও সাধ ;
পণ্ডিত হব, বিদ্যা লভিব—
কর গো আশীর্বাদ ।
কিঙ্কর তব শ্রমে অকাতর,
সেবার হবে না ক্রটি ;
বলিষ্ঠ এই দেহ বিনিময়ে
প্রসাদ লইব 'লুটি' ।
ভূত্য করিয়া রাখ হে ঠাকুর !
ছাত্র না কর যদি,
ইকন আমি আনিব আহরি'
ওগো প্রভু ! যে অবধি—
যোগ্য না হই বিদ্যালাতের ;
শিশুমুখে শুনি' শুনি'
তবু অভ্যাস হ'তে পারে কিছু
বিদ্যারণ্য মুনি !

শবাসীন

কই গো করালী ! দেখা দিলি কই ? ভয় তো করেছি জয় ;

এর বেশী আর কি করেছে বল্ তোর মৃত্যুঞ্জয় ?

সেও তো জননী ! আমারি মতন

প্রেমে পেতেছিল শ্মশানে আসন,—

প্রেমে মেখেছিল নর-অঙ্গের বিভূতি অঙ্গময় ।

তবে ও চরণ কেন ভুঞ্জিবে একা ওই উদ্গাদ ?

আমারেও দেখা দিতে হবে তোর, মিটাতে হবে মা সাধ ;

অমায়ামিনীতে কোলে করি' শব

নেচেছি উহারি মত তাণ্ডব,

ছিল ভালবাসা সাধনার মূলে—এই কি গো অপরাধ ?

হায় মনে পড়ে সেই দিন—যবে ছিলাম ব্রহ্মচারী

লঘু লজ্জায় ভিক্ষা-ঝুলিটা ঠেকিত বিষম ভারি ।

কাল-ভৈরোর কুকুর তাড়ায়ে

ক্লিন্ন পথের অন্ন কুড়ায়ে

খাইতে তখনো শিথিনি মনের সব ঘৃণা অপসারি ।

দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়াতাম গিয়ে নীরব প্রার্থনার,—
 শুরুর আদেশে মৌনী ছিলাম ভিক্ষার সাধনার ;—
 দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
 কেউ দিত, কেউ দিত বা তাড়ায়ে,
 ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায় ।

বাহির হতাম জপ হোম সারি' ভিক্ষার সন্ধানে,—
 স্ববিরার দল খাটুলি-ডুলিতে চলেছে যখন স্নানে,—
 অলিতে গলিতে ফিরিতে ফিরিতে
 নামিতে উঠিতে সিঁড়িতে সিঁড়িতে
 পূর্বাকাশের সূর্য্য হেলিয়া পড়িত পছিম পানে ।

একদা ফিরিতেছিহু আশ্রমে লইয়া রিক্ত ঝুলি,
 আকাশে তখন তপ্ত তপন, বাতাসে তপ্ত ধূলি,
 ভাবিতেছি এই মহানগরীতে .
 কেহ কি নাহিক মোরে দান দিতে ?
 মৌনীর মন বুঝিয়া কেহই নাহি কি দুয়ার খুলি ?

জনহীন পথ, মক্ষিকা ওড়ে আবর্জনার 'পরে,
 থমকি' দাঁড়াহু, কে যেন আমার ডাকিল মৃদুস্বরে !

তুলির লিখন

সচকিত চোখে চারিদিকে চাই,
ঝরোথা-ছ্যারে কেউ কোথা' নাই ;
ছায়াহীন পথ, উগ্র গ্রহেশ একা প্রভুত্ব করে ।

“ওগো উদাসিন্ ! এই দিকে !” ফিরে চাহিয়া দেখিলু তবে,
শ্রামা লতিকার ক্ষীণ তলু একি উপচিত পল্লবে !

ছ’টি চোখে তার অমৃতের পূর,
স্নেহ-সিঞ্চিত কণ্ঠ মধুর ;
ছায়া-রূপা যিনি নিখিল-চারিণী এ কি তাঁরি ছায়া হবে ?

নিকটে গেলাম, সম্মুখে তার ঝুলিটি ধরিলু তুলি’,
সে কহিল “একি ! এতখানি বেলা এখনো শূন্য ঝুলি !
বারাণসী হ’তে ফিরিছ উপোসী,
অন্নপূর্ণা মন্দিরে বসি’
জেনেছেন তাহা, তাই রেখেছেন এই দরজাটি খুলি ।”

ভরি’ দিল ঝুলি ; দৈবে মোদের মিলিল চক্ষু চারি,
চমকি’ নয়ন নত করিলাম ; আমি না ব্রহ্মচারী ?
মৌনীর সেই মৌন আবেগ
রচনা করিল কামনার মেঘ ;
চঞ্চল হাওয়া ফিরিতে লাগিল দেহমনে সঞ্চারি’ !

দ্রুত পদে চলি' ফিরিয়া এলাম, না কহি' একটি বাপী,
মোনীর ব্রত রক্ষা সেদিন করিছু হুঃখ মানি' ।

বল্লা-শিথিল সেদিন অবধি
মন হল মোর তপের বিরোধী,
আঁখি-আগে শুধু জাগিতে লাগিল নামহীন মুখখানি ।

উঠিতে লাগিল হিয়াখানি তার দিনে দিনে উপচিয়া,
খুসী হ'ত খুসী করিয়া আমায় প্রচুর ভিক্ষা দিয়া ;
একদা কহিল মুখপানে চেয়ে
মৃদু চাহনির মমতায় ছেয়ে
“মোনী ঠাকুর, কাল থেকে যেয়ো আগে মোর দান নিয়া ।”

পরদিন প্রাতে ভিক্ষাপাত্র নানা উপচারে ভরি'
কহিল “ঠাকুর খর রোদ্দু র, ঘরে ফির ত্বর করি' ।”
ফিরিলাম, আঁখি এল ছলছলি
রুতজ্বতার কুসুমাজলি
মোন হৃদয়ে দিলু নিবেদিয়া স্নেহ-রূপিণীরে স্মরি' ।

অসময়ে মোরে আশ্রমে দেখি' গুরু কহিলেন “এ কি !
সকালে ফিরেছ তবু কেন আজ মূরতি ক্লিষ্ট দেখি' ?”

তুলির লিখন

বাহুতে আঁকি কুসুম-সায়ক
মন্থে পূজে কত উপাসক,
বাণী-পূজকের বাণী পুস্তক—হুইই বুকে লেখা চাই!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লাস্ত পরাণে ফিরিষু কাশীর বাটে,
বহুদিন পরে আসিয়া বসিষু মণিকর্ণিকা ঘাটে ;
ভাষাহীন মেহে উদাসীর মন
কেড়ে নিল কাশী, ফুরাল ভ্রমণ,
জপের মালায় গুটিকার মত একে একে দিন কাটে।

একদা চিতার ভাস্ক-ভূষিত এল এক কাপালিক
ভালে কজ্জল, গলে হাড়-মালা, রাঙা আঁখি অনিমিত্ত,
নরমুণ্ডের থর্পর হাতে,
বাঘছাল-পরা, জটাজুট মাথে,
'বোম্' 'বোম্' রবে কেঁপে ওঠে মন কেঁপে ওঠে দশদিক ।

এই তো আমার উদ্ধার-পথ হয়েছে আবিষ্কার !
সিদ্ধি লভিব শব-সাধনায় হইব নির্বিকার ;
সব কোমলতা মন হ'তে যুচে
সে কোমল মুখ দিয়ে যাবে মুছে,
চিতার আলোকে রূপের মূল্য বুঝে নেব এইবার ।

মনের বাসনা নিবেদন আমি করিলাম কাপালিকে,
 আগ্রহ দেখি' ভালে মোর টীকা দিল সে কাজলে লিখে ;
 নূতন গুরুর সঙ্গে শ্মশানে
 ফিরিতে লাগিছু শঙ্কিত প্রাণে,
 গুরু আগে গেলে তবে সে যেতাম প্রেতস্থানের দিকে ।

একদা নিশীথে গুরুর নির্দেশে শ্মশানে চলেছি একা,
 রক্ষা যামিনী, বৃষ্টি নেমেছে, নিজেরে না যায় দেখা ;
 চলেছি প্রথম শব-সন্ধান
 কত আতঙ্ক উঠিতেছে প্রাণে,
 নিরালয় মাঠে ঝড়ের দাপটে কাঁপে বিছাৎ-লেখা ।

চঞ্চল চলি' দাঁড়ালাম গিয়ে শ্মশান-অশথ-তলে ;
 বিজুলী-আলোর ক্ষণিক বিলাসে কি দেখি অথির জলে ?
 স্পন্দিত হিয়া ছ'হাতে চাপিয়া
 নামিতে নদীতে উঠিছু কাঁপিয়া ;
 ভয়ভূর্কল হাতে শবদেহ তুলিছু মনের বলে ।

সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ্বাস ! ওগো ! একি ! একি ! একি !
 চিনেছি ! পেয়েছি !—কই আলো কই ?—সংশয়ে গেছু ঠেকি' ।

তুলির লিখন

আলো কি আজিকে নেই সংসারে ?—

কেউ আসিবে না মৃত-সংসারে ?—

বজ্র পড়ুক...আলো হবে তবু...একবার লব দেখি ।

আহা—বিহ্বাৎ ! যেয়োনা, পেয়েছি...দেখেছি...হয়েছে শেষ ;

শেষ ?...কে বলিল ?...এই সতীদেহ বহিয়া ফিরিব দেশ ।

আজি আরম্ভ প্রেমের আমার,

ভিখারী পেয়েছে হারানিধি তার !

লঘু হ'য়ে গেছে দেহ, মন, প্রাণ, অশ্রুর নাই লেশ ।

আমি অভিসারে এলাম শ্মশানে জলে ভেসে তুমি এলে !

এতদূর যদি করিলে কেন গো দেখ না নয়ন মেলে !

ওগো পূর্ণিমা ! ওগো প্রেমগুরু !

আজি যে মোদের মিলনের সুর ;

হৃৎক কেবল এত কাছে এসে এতদূর হয়ে গেলে ।

বৃকের মাণিক বৃকে ফিরে এসে মলিন কেন গো হ'লে,

কোতুক-ছলে মৌনী হ'লে কি মৌন-জনের কোলে ?

মণিবন্ধনে কঙ্কণ-ডোর

তেমনি উজল রয়েছে যে তোর,

অধরের কোণে স্নিগ্ধ হাসিটি বুঝি তেমনি দোলে ।

আহা—বিদ্রোহ ! দয়া কর—দাও দেখিতে ক্ষণপ্রভা !
 অন্ধের মত পরশ বুলায়ে ভুঞ্জিতে নারি শোভা ;
 হিম ! হিম ! সব হিম হ'য়ে গেছে,
 কবরী শিথিল—জলে সে ভিজেছে ;
 অসাড় অবশ স্পন্দবিহীন—তবু—তবু মনোলোভা ।

নগ্ন এসেছ বন্ধুর কাছে সঙ্গে কিছু না নিয়ে
 বিনা সঙ্কোচে এসেছ কিশোরী অজানা অপথ দিয়ে ;
 বিজন শ্মশান, রাত্রি আঁধার,
 কুণ্ডা ঘুচাও চাহ একবার,
 কি ছুখে মরণ করেছ বরণ ? বল একবার প্রিয়ে !

কথা কহিবে না ? একি অভিমান ? কিবা যা' করেছি ভয়,—
 ক্ষীণ পুণ্যের ক্ষণদা আমার ! এ তুমি সে তুমি নয় !
 ওগো কে আমারে বলে' দিবে হায় ! .
 কেন এ লতিকা অকালে শুকায় ?
 মৌন প্রেমের এই পরিণতি ! প্রেতভূমে পরিণয় !

তুমি ম'রে গেছ ? শ্মশানে গুয়েছ ? তবে তাহে নাই ডর ?
 এই কি মরণ ?...এই মৃত দেহ ?...মৃত্যু কী মনোহর !

তুলির লিখন

কালের পরশে নাই বিভীষিকা

তুমি শিখাইলে অগ্নি রূপশিখা !

মরণের বেশে মনের মানুষ শ্মশানে পাতিলে ঘর !

স্নেহের পুতলি, ...সেই হ'ল শব ! ...শবের সাধন সোজা ;

কাপালিক ! তুমি কী শিখাবে আর ? মূর্থ ! ভুতের ওঝা !

একদিন যেই ভালবাসা দেছে

সেই আজি মোরে সাধক করেছে ;

সিদ্ধ হয়েছি, ঋদ্ধি পেয়েছি, শেষ হ'য়ে গেছে খোঁজা ।

প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রাণের দোসর ! আর নাহি মোর লাজ !

ব্রহ্মচারীর সকল গর্ভ ধ্বংস হয়েছে আজ ।

আর কোনোখানে নাই কোনো বাধা,—

সিদ্ধির লাগি' শেষ হল' সাধা,

শুষ্ক তরুরে বিজুলির পাতে মুড়ে আজি দেছে বাজ !

শঙ্কা টুটেছে, শাসন ছুটেছে, শ্মশান হয়েছে গেহ ;

শবেরে জেনেছি আপনার জন, মৃতেরে দিয়েছি স্নেহ ;

সে যে পেয়েছিল মায়ের আদর,

সে যে ছিল কার আলো করি' ঘর,

হুখে স্মৃখে কালি ছিল মোর মত—আজিকার শবদেহ ।

শবাসীন

চিতার বিভূতি ভস্ম সে নয়,—প্রেমতীর্থের ধূলি,
ছিল গো প্রেমের বন্ধন-ডোর এই কঙ্কালগুলি;
বন্ধুবিহীন শ্মশানের শব !

তোমাদের লয়ে করি' উৎসব
নিশীথ গগনে ছিন্ন কাঁথার বিজয়-নিশান তুলি' ।

*

*

*

শবাসীন হ'য়ে সেইদিন হ'তে অমানিশি করি' ক্ষয় ;
মরণের মাঝে মাদুরী পেয়েছি, হ'য়ে গেছি তন্ময় ।

স্মৃতিসত্য-দেহ বহি' নিশিদিন

শ্মশানে শ্মশানে ফিরি উদাসীন,

তবু কপালিনী ! দয়া কি হ'ল না ?...এখনো অনিশ্চয় !

‘পরেয়া’

পরেয়া ব’লে তো পর ক’রে দিলে

ওগো আচারীর দল !

তবু ছাথ, টিঁকে রয়েছি জগতে

যাই নাই রসাতল ।

আছি বলে আছি—দিবা রয়েছি

রয়েছি কুণ্ঠি ক’রে,

খাটিখুটি খাই মাদল বাজাই

নাচি গাই প্রাণ ভ’রে ।

অথাত্ত খাই ?—সে কেমন কথা ?

অর্থটা তার কি রে ?

হ’লে অথাত্ত বা’র হয়ে যেত

সত্ত উদর চিরে ।

তা’ যখন ভাই আজো হয় নাই

এটা বলিতেই হবে—

থাত্ত খেয়েই বেঁচে আছি মোরা !

বুঝিলে এখন তবে ?

অথাত্ত খাব ? সে যে অসাধ্য

সাধন করা রে ভাই

তা’ করিতে গেলে ভোজ-বিজ্ঞাটা

ভাল ক’রে শেখা চাই।

মোরা নেশা খাই? তা ব’লে তো ভাই

করিনে কাজের ক্ষতি,

ছেলেপুলে পুষ্টি, বোটাকে তুষি

মা বাপের করি গতি।

তারপর যদি একটু-আধটু

এদিক ওদিক হয়,

ক্ষমা-দুগা ক’রে নিতে হয়,—অত

ছল ধরা কিছু নয়।

তাও ব’লে রাখি,—বসে থাকিব কি?—

তোমাদের মত আর

মোদের তো নেই সুবিধা তেমন

ফলাহার জুটিবার।

শাস্ত্র লিখেছ আপ্কা-ওয়াস্তে,—

করেছ কতই কাপ,—

তোমাদের ভোজ দিলেই পুণ্য,—

আমাদের দিলে পাপ!

মোরা অনার্থ্য?—কৃষ্ণবরণ?

তোমরা গউর? দাদা!

কালো হোক চাই ধলো হোক গাই

জুধ সে সমান শাদা।

তুলির লিখন

আর কি আমরা ? বল ! বলে যাও !...

আমরা সর্বভুক ?

ফুল চন্দন পড়ুক মুখেতে !

শুনে তারি হ'ল স্মৃতি,...

তোমাদের কোন্ ঠাকুর গো প্রভু !

তারো যে অমনি নাম

হাঁ হাঁ হাঁ হয়েছে—মনে পড়ে গেছে—

আগুন গো গুণধাম !

পরেয়ারে নিলে ঠাকুরের দলে—

ঠকে গেলে দয়াময় !

আগুনে বা' দাও সেই স্মৃতিটুকু

পাঠাতে আজ্ঞা হয় ।

পোড়ায় নষ্ট কর তো ঠাকুর

না হয় মানুষে খেলে,

পেটের অগ্নি অগ্নি তো বটে,

‘স্বাহা’ বলে দাও ঢেলে ;

পোড়ায় পষ্ট করিছ নষ্ট

আমরা বাঁচিব থেয়ে,

দানের পুণ্য-ঘোষণে শাস্ত্র

মিছাই ফেলেছ ছেয়ে ।

তফাৎ হয়েছ, দূরে সরে আছ

কাটা মুণ্ডের মত,

বাহর গরাসে শুধু গিলিছই,—
 হজম করিলে কত ?
 ছিন্ন কণ্ঠে বাহির হতেছে
 যত বা পশিছে মুখে,
 নাহিক পুষ্টি, নাহিক কাস্তি,
 টিঁকে আছ কোন্ ‘তুকে’ ?
 স্পন্দিত-শিরা কবন্ধ—বাহ
 করিছে আশালন,
 কাটা মুণ্ডের বাচালতা দেখে
 হাসিছে জগৎ-জন ।
 জননী-জঠরে ভ্রূণের শরীর
 ভেঙে যায় ভাগে ভাগে
 বৃন্তে বিকচ পাপড়ির মত
 মাঝে তবু যোগ থাকে ।
 সমাজেরে তুমি ভাগ তো করনি
 করেছ ব্যবচ্ছেদ,
 যোগের সূত্র কাটিয়া দিয়াছ
 গড়িয়াছ জাতিভেদ ।
 এখন তোমার কাটা মুণ্ডের
 কথায় কে দিবে কান ?
 কবন্ধটার আশালনের
 ভিতরে নাহিক প্রাণ ।

তুলির লিখন

হাততালি দিয়া কথা না বলিয়া

নগরের পথ 'পরে

সঙ্কোচ-ভরে কোথায় চলেছ

পাগলের ভাব ধ'রে ?...

পাছে ছুঁয়ে ফেলি তাই হাততালি ?...

করিতেছ সাবধান ?

ছুঁতে যাব কেন ?...ধর, যদি ছুঁই...

ছোঁয়াতে কী লোকমান ?

'ছায়া মাড়াইলে হইবে নাহিতে ?

এই এ দেশের প্রথা ?

শাস্ত্রে লিখেছে ?...লেখেনি ?...অ্যা ! বটে ?

এ তবে কেমন কথা ?

শাস্ত্র মান না ?...মান ?...তাই নাকি ?

আর মান দেশাচার ?

আর ?...হাঁচি ?...আর ?...টুকটুকি ?...আর ?

শাসন পঞ্জিকার ?

মান না কেবল উপকার-ঈশ্বর

জ্ঞান না কৃতজ্ঞতা ;

অশুচি পরেয়া শুচি করে পথ,

ভুলে কি গেলে সে কথা ?

নহিলে শুচিতা থাকিত কোথায় ?...

কি ? কি ?...পথ নারায়ণ ?

নারায়ণে মোরা করি পবিত্র

মোরা কিসে হীনজন ?

পথ ঘাট সবই দেবতা তোমার

মাহুষই কেবল মাটি,

অঙ্গ জুড়ার কথা শুনে, আহা,

পরিপাটি ! পরিপাটি !

মোরা অনাচারী ! মোরা ব্যভিচারী ?

পূজি ব্যভিচারিণীকে ?

পরশুরামের মাতৃমুণ্ড

স্থাপিয়াছি মন্দিরে ?

জননী-বাতীরে তোমরা যখন

করিলে হে অবতার,—

অনাচারী মোরা হার মানিলাম

দেখে এই অনাচার !

জীবন দিয়া যে ভুবন দেখাল

মাহুষ করিল স্নেহ,—

সন্তান তুমি,—তাহার বিচার

করিবার তুমি কে হে ?

পুত্র বসিয়া বিচার করিল

জননীর অপরাধ !

দণ্ড দিল মুণ্ড কাটিল,

অদভুত সংবাদ !

ভুলির লিখন

সেই পাতকীরে অবতার সবে
করিলে গণ্ডগোলে,
ব্যথা-সচকিত রেণুকার মাথা
আমরা নিলাম কোলে ।
এই অপরাধ—ইহারি লাগিয়া
মোদের করেছ পর,
তাড়িয়ে দিয়েছ পল্লী-বাহিরে
কাড়িয়া নিয়েছ ঘর ।
এই অন্তায় করেছ সকলে
ভৃগু-পুত্রের ভয়ে,
আমরা ঘৃণিত হলাম,—অবলা
নারীর পক্ষ ল'য়ে ।
কুকুরের নীচে ঠাই আমাদের
আমরা পরেয়া লোক,
তোমরা ঠাকুর অতি-সুচতুর
তোমাদেরি ভাল হোক ॥

সতী

(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হ'ল, বন্ গো তোরা বন্ গো হরি ;
সময় হ'ল ডঙ্কা প'ল, এবার তবে যাত্রা করি ।
চোখের জল যে নেই ফেলিতে, কেন তোরা কাঁদিস্, ওরে !
যে যাবে তায় বিদায় দে রে, কেন বাঁধিস্ মায়া'র ডোরে ।
ছাঁদনা-তলার শক্ত বাঁধন, সে বাঁধন যে খুলতে নারি,
পুরুষ মানুষ যেথায় যাবে সঙ্গে যাবে তার যে নারী ।
সঙ্গে যাবে সাথের সাথী, সঙ্গে যাবে দুঃখে স্মৃথে,
সঙ্গে যাবে চোখের জলে, সঙ্গে যাবে হাশু-মুখে ।
সঙ্গে যাবে রণে বনে সীতার মতন কুতূহলে,
পিচ্-পা হব ?...পিছিয়ে রব ? শ্মশানে আজ বাচ্ছে বলে ।
ছাঁদনা-তলার ছাঁদের বাঁধন সে বাঁধন যে শক্ত ভারি,
সাত পাকে যে জড়িয়েছে পাক চৌদ পাকে খুলতে নারি ।

* * * *

দিস্নে বাধা বারণ করি করিস্নে রে কান্নাকাটি,
মরণ কারো হয় নাক' রদ, মাটি যা' সে হবেই মাটি ।
কচি কাঁচা নেইক কোলে, শিখেছে সব খুঁটে খেতে,
মেয়ের বিয়ে নেইক বাকী, দিয়েছি সব সুপাত্রোতে ।

তুলির লিখন

বড় ছেলের বউ এনেছি, (ঠাকুর, এদের মুখে রাখ ;)—
সব ছোটটি দশ বছরের তার কথা আর ভাব নাক' ।
বাজা ওরে বাজনা বাজা, আজ আমাদের আবার বিয়ে ;
কই তুলি কই ? কাহার কোথায় ? কইরে আমার চলনা নিয়ে ।
যাব আমি যম জিনিতে, বাজা তোরা বাজনা বাজা,
আলতা দিয়ে সিঁদূর দিয়ে আবার আমার ক'নে সাজা ।
ফুলের মালা পরিয়ে দেবে, পরিয়ে দেবে রাঙা শাড়ী,
খই কড়ি সব ছড়িয়ে দে রে যাচ্ছি আমি স্বস্তরবাড়ী ।

* * * *

বিয়ের কালের হাতের নোয়া ক্ষয় গিয়েছে প'রে প'রে,
শিথলে দে রে পইছে খাড়ু খিলকাঠি ওর আলগা ক'রে ।
বিবিয়ানা নথটি আমার,—পাঠিয়ে দিয়ো দুর্গা-বাড়ী,—
গড়িয়েছিলাম হয়নি পরা,—আর ওই নতুন পাটের শাড়ী,—
পাঠিয়েছিল ঠাকুরঝি যা',—ওবার যখন যায় সে কাশী ;
ঝুম্‌কো.টেঁড়ি বোমা প'র' ; আর যে সোনাকপোঃ রাশি
ভাগ ক'রে তা' নিয়ো সবাই দেওরদের সব হলে বিয়ে,
আমি ও আর ভাবতে নারি, খালাস তোমার হাতে দিয়ে ।
ভাল ঘরের ঝিউড়ি তুমি এনেছি সঙ্কশ থেকে,
এ সংসারে গিনি হ'য়ে চলবে সকল বজায় রেখে ।
বঞ্চিত না হয় যেন কেউ দৃষ্টি রাখিস্ সবার প্রতি,
আমার স্বস্তরকুলের লক্ষ্মী মা তুই আমার বুদ্ধিমতী ।

ননদ ক'টা রইল তোমার ; আমাদের অবর্তমানে
তব্ব নিয়ো মাঝে মাঝে, মনে যেন দুখ না মানে ।

* * * *

ছি ছি ! বাছা ! ওকি আবার ? এমন দিনে কাঁদতে আছে ?
অমন ক'রে কাঁদবে যদি, থেকে নাক' আমার কাছে ।
আমি তো আর কাঁদব নাক', আমি এখন আমার ছায়া,
আমি এখন গিইছি মরে, মরার আবার কিসের মায়া ?

* * * *

ওলো মাধী ! কাঁদিস্ কেন ? অনেক দিনের তুইরে দাসী,
ঢের ভুগেছিচ্ এ সংসারে ঢের দেখেছিচ্ কান্না হাসি ।
আজ্কে বাছা কাঁদিস্নে তুই অমন চোখের জলে তিতি ।
কান্না ভারি অলক্ষুণে, আজ যে আমার বিয়ের তিথি ।
কর্ত্তা হবেন গঙ্গাবাসী, আমি যাব সঙ্গতে তাঁর,
আমি অতি ভাগ্যবতী, এমন ভাগ্য হয় ক'জনার ?
নিজের গরব কর্ত্তে সে নেই, বলতে তব্ব ইচ্ছে করে,—
আজ্কে আমার কিসের লজ্জা, বস্ব চিতা-শয্যা'পরে ।

* * * *

সহমরণ যায় যাহারা বিধবা হয় আড়াই দণ্ড,
অথগু মোর এয়োৎ-রেখা, দেখনা, কোথাও হয়নি খণ্ড ।
বিধবা যে হবই নাক' জানি তা' মোর মন বলেছে,
বিধাতা বে লিখ্লে লিখন ফলেছে তা' ঠিক ফলেছে,—

তুলির লিখন

প্রমাণ তো তার কাল পেয়েছি, —গেছি আমি আগেই মরে।
ধরেছিলাম আঙুল দুটো জলন্ত দীপশিখার 'পরে।
দেখ্‌লি কেমন পুড়ে গেল ধূনোর মত এক নিমিষে ?
জীবন্তে কেউ সহিতে পারে ? সাড় থাকিলে সহিত কি সে ?
গেছি আমি আগেই মরে, দাঁড়িয়ে আছে কাঠামটা,
কাটলে আমার, —দেখ্‌তে পেতিস্, —রক্ত নাইক একটি ফোঁটা
কর্তা যাবার আগেই গেছি, চলে গেছি মর্ত্য ছেড়ে,
হাওয়ার মতন হান্কা দেহ আল্‌গা হাওয়ায় দিচ্ছে নেড়ে।
কড়ির কাঁপি কাঁখে এখন দাঁড়িয়ে আমি আকাশ-পথে,
প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি মিল্‌ব আশুন-বরণ-রথে।

* * * *

কাঁদছে ছেলে, কাঁদছে জামাই ; জল শুধু নেই আমার চোখে,
শুকিয়ে গেছে স্নেহ মায়া, ছায়ার মতন দেখ্‌ছি লোকে !
ওগো বাপু পরের ছেলে ! নিজের-ছেলের-চাইতে-বেশী !
তোমরা কোথায় সাহস দেবে, —এ কি বাপু ? এ কোন্‌ দেশী !
মন করেছি সঙ্গে যাব, পণ করেছি যাবই যাব,
দাও বাধা তো মরব ঘরেই, দাও ছেড়ে তো গঙ্গা পাব ;
ধরে' বেঁধে রাখ্‌বে কারে ? মড়া ঘরে রাখ্‌তে আছে ?
আধখানা যার চিতায় শুয়ে আর-আধখানা তার কি বাঁচে ?
মরা-নায়েক মায়া কিসের ? বেটাছেলে শক্ত হবে, —
ছি ! বাবা ! ছি ! অমন করে ? সদরে যাও তোমরা সবে।

আমার যাবার সময় হল, জোগাড় কর পাঠিয়ে দেবার
ফুরিয়ে এল চোখের জ্যোতি, ঘনিয়ে এল লগ্ন এবার ।

* * * *

লাগলে মনে লাগতে পারে, একমরণে যাচ্ছি মারা,
এরা হবে একদিনেতে পিতৃহারা মাতৃহারা ।
লাগলে মনে লাগতে পারে ; ভাবনা আর ও-সব কথা,
মায়াতে কি জড়িয়ে যাব ?...না, না... আমার নেই মমতা ।
বাজা ওরে বাজনা বাজা, কইরে তোরা আন না ডুলি,
স্বর্গে আমার ছলছে দোলা, রইব না আর মায়ায় ভুলি' ।

* * * *

বাজা ওরে বাজনা বাজা, যাব আমি যম জিনিতে,
যমের পিছন পিছন যাব হারা-মরা ফিরিয়ে নিতে ;
সাবিত্রী গো সহায় হ'য়ো, সহায় হ'য়ো শিবের সতী,
পাই যেন মোর হারানিধি, ফিরে যেন পাই গো পতি ।
ইহকালের টুটল বাঁধন, পরপারে মন ছুটেছে,
দেখছি আমি ও-পারে মোর পারিজাতের ফুল-ফুটেছে ।

* * * *

বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে যারা আমার আগে ভাগে
পালিয়ে গেছে, তাদের আমি দেখছি আমার আঁখির আগে—
তিন বছরের একটি মেয়ে, সাতাশ মাসের একটি ছেলে,
দেখছি পারিজাতের বনে, দেখছি আমার ছ'চোখ মেলে ;

তুলির লিখন

চিতায় শুয়ে পতির পাশে স্বর্গে যাব সোনার দোলে,
হারা-ছেলে ধরব বুকে, হারা-মেয়ে ধরব কোলে ।

* * * *

মা বাবা মোর স্বর্গে গেছেন, হয়নি দেখা যাবার বেলা,
আবার তাঁদের দেখতে পাব, স্বর্গে আমার চাঁদের মেলা ।
বোনে বোনে মিলব আবার, হয়নি মিলন বিয়ের পরে,
দূরে দূরে পড়েছিলাম, দেখা হ'বে লোকান্তরে ।
কথায় বলে বর্ষাকালে নদী তবু দেখবে নদী,
বোনে বোনে হয় না দেখা মরণ সে না মিলায় যদি ।

* * * *

বাজা ওরে বাজনা বাজা লাজাজলি ছড়িয়ে দে রে,
বিদায় হ'য়ে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি সকল খেলা সেবে ।
মুড়কি-মোয়া আনরে হেথা, দিই সকলের হাতে হাতে,
মিষ্টি আমার মনে রেখো, তেতো ভুলো মৃত্যু সাথে ।
অঙ্গ আমার আসছে চুলে নয়ন মুদে যায় এখনি,
(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হল ; কর গো তোরা হরিধ্বমি ॥

বিষকন্ঠা

ওগো বিমুগ্ধ ! কি করিলে তুমি ? হায় !

বন্ধ ! জান না ? বিষকন্ঠা যে আমি ।

পরশে আমার পরাণ টুটিয়া যায়,

চুষনে আসে মরণের ছায়া নামি ।

নব কিশলয় কিশোর প্রণয় লয়ে

কেন এলে সখা ভুজঙ্গিনীর দ্বারে ?

শত কামনার শতেক আয়ুধ সয়ে

আমি যে তোমারে ফিরায়েছি বারে বারে ।

তরুণ তোমার করুণ চাহনি তবু,—

এই কঠিনারে করেছিল চঞ্চল,—

তবু প্রলুব্ধ করিনি তোমায় কভু,—

বনের হরিণ ধরিতে করিনি ছল ।

ভালবাসিবার অধিকার মোর নাই,

বুঝেছিহু তাহা, তাই ছিহু দূরে সরে ;

যেই লীলা-মীনে হৃদয়ে লালিতে চাই

বড়শীতে তারে বিধিব কেমন ক'রে ?

তুলির লিখন

মৃদু বিবে মোর জর্জর কলেবর,
দংশেছে ফণী তবু পাই নাই টের ;
আমাদের বিবে হার মানে বিষধর,
সজীব অস্ত্র আমরা চাণকোর ।

ওগো পতঙ্গ ! জোনাকি ভেবে কি শেষে
প্রদীপ-শিখারে ধরিলে আলিস্রিয়া ?
চুমিলে বিভোল অধরে কপোলে কেশে,
গরলের রসে পড়িলে যে মূচ্ছিয়া !
জাঙ্গুলা বিষ ছিল দুটি কুণ্ডলে,
কুন্তল-মাঝে ছিল গো নাগস্পৃশা,
তাই বিহ্বল লুটাইলে ধূলিতলে
মিলনের ক্ষণে এল মরণের নিশা ।

বিষ-পাথবেতে এ বিষ নামে না হয়,
মিথ্যা এখন গুরুড়োদগার মণি,
বিফল যতন, নিরুপায় ! নিরুপায় !
বিষকৃত্তার ভালবাসা কালফণী ।

চকোরের মত হ'ল বিবর্ণ চোখ,
ক্রোধের মত ভেঙে পড়ে তব গ্রীবা,
দুঃসহ মোরে দহিছে শুষ্ক শোক,
বুঝিতে না পারি হয় গো করিব কিবা !

*

*

*

মানুষ-শীকার করিয়া ফিরেছি শুধু
রাজ-সচিবের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ;
ষেথায় গিয়েছি আশুন জলেছে ধু ধু,
রাজ্য ও রাজা দলেছি দারুণ চিতে ।

যম-পটে নমি' শিরে বীধি' অঙ্গুলি,
কবরীর মাঝে গোপন করিয়া ছুরি,
কর্ম সাধিতে নির্ভয় চিতে চলি
নৃপুত্র বলয়ে কটাক্ষে বিষ পুরি' ।

নন্দবংশ ধ্বংস করেছি আমি,
চাণক্য কে ? কে সে ব্রাহ্মণ বটু ?...
সে পাতকী মোরে করেছে নিরয়-গামী,
সে কেবল কূট ফন্দী ফাঁদিতে পটু ।

অনাথা একাকী এসেছিমু এ নগরে,—
(বিষ-নিখাসে ম'রে গিয়েছিল স্বামী ;)—
বিধবার ঘরে কুৎসার ঘুণ ধরে,—
অবীরা অবলা গ্রাম ছেড়ে এমু আমি ।

নগরে তখন বিপ্লব-জন্মনা,
নবাগত জনে কে তখন দিবে ঠাই ?
ভিক্ষা মাগিমু, পাইলাম লাঞ্ছনা,
চর ভেবে লোকে গায়ে দিল ধূলা ছাই ।

অম্লের লাগি' নিজেই বেচিমু শেষে,
দেখিতে দেখিতে বাড়িল রূপের খ্যাতি ;

তুলির লিখন

হু'দিন না যেতে রব উঠে গেল দেশে—

“পুষ্প-পুরেতে নূতন পুষ্প-ভাতি !”

ষাদের ছয়াতে পাইনি ভিক্ষা ছাটি,

তারাই আমার ছয়াতে দাঁড়াল এসে !

হীরকে স্বর্ণে ভরে দিয়ে গেল মুষ্টি,

আমি লইলাম,—ঘুণার হাশ্ব হেসে ।

চলিতে লাগিল হৃদিহীন উৎসব,

মানুষের পরে ঘুণা সে চলিল বেড়ে ;

দিবসের ঘুম রাত্রির কলরব

দূরে যেন মোরে রাখিল সৃষ্টি ছেড়ে ।

হোথা জল্পনা চলেছে রাজ্য-নাশা ;

“চাণক্য মোর শুনিয়া রূপের কথা

ডেকে নিয়ে গেল, কহিল মধুর ভাষা

কহিল “তোমার নাম শুনি যথা তথা,—

হু'র্গে, শিবিরে, ধনী বণিকের ঘরে,

বুঝেছি প্রভাব অন্ন তোমার নয় ;

সবার দৃষ্টি আজিকে তোমার পরে,

কার কার সাথে আছে তব পরিচয় ?”

মৃষ্টিমস্ত সেই বটু কপটতা,

ঘুরায়ে ফিরায়ে প্রাণ করিল নানা ;

ছল-ছুতা করি জেনে নিল সব কথা,

সব আনাগোনা হ'য়ে গেল তার জানা ।

শেষে কহিল সে “ওগো সুন্দরী নারী ।

মোহিনীর বেশে দৈত্যে নাশিতে হবে ;

নন্দকুলের দর্প হয়েছে ভারি,

রূপের অনলে পোড়াও তুমি তা’ সবে ।

লোভ ফুলের বেণুতে মনঃশিলা

চূর্ণ করিয়া মিশায়ে মাখিবে মুখে,

রাজার বেটাকে দেখাবে হাজার লীলা

প্রেম-অভিনয় দেখাবে প্রেমোৎসুকে ।

রূপ-লোনুপতা লালসা উঠিলে জেগে

একে একে একে আনিবে মুগ্ধ করি,

মবণ-গবল-আব্দাওয়া মাঝে রেখে

তিলে তিলে তিলে আয়ু নিতে হবে হরি ।”

আমি চমকিয়া কহিলাম “এ কৌতুক

ভাল নাহি লাগে, ঠাকুর ! বিদায় মাগি,

এক পাপে মজি’ পেয়েছি পেতেছি ছুখ,

আবার কি হবে নূতন পাপের ভাগী ?”

কহিল সে “তবে রূপসী ! বন্দী হ’লে”

কৃত্রিম রোষে কাঁপারে মুক্ত শিখা ;

পড়িয়া গেলাম বিষম গণ্ডগোলে,

আকষ্ট পান করিলাম ‘মধুলিকা’ ।

কণকাল রহি’ নিরুত্তর নীরব হ’য়ে

কুকারি কহিলাম “ওগো তবে তাই হবে,

তুলির লিখন

অন্ন যে জাতি দিয়েছে ধর্ম লয়ে
তাদের শান্তি আরম্ভ হোক তবে ।”

• • •

তার পর শুরু হ'য়ে গেল এই খেলা,
সজীব অস্ত্র হলাম চাণক্যের ;
মানব-জীবন লয়ে শুধু হেলাফেলা,
অস্ত্র আমার নাই নাই পাতকের ।

মৃদু বিষে ক্রমে জর্জর হ'ল দেহ,
মৃদু মদিরায় অসাড় করিল মন,
গেল ঘৃণা, ভয়, গেল বৃষ্টি স্রীতি স্নেহ,
অশ্রু ফেলিতে ভুলে গেল ছ'নয়ন ।

কাছে যারা মোর এসেছে অসংশয়ে
হাসিতে হাসিতে তাদের দিয়েছি বিষ,
পৈশাচী খেলা অহরহ নির্ভয়ে—
মরণের খেলা খেলেছি অহনিশ ।

শেষে একি হ'ল ? একি অপূর্ণ উষা
জাগিল আঁধার পাপে ম্লান মোর মনে ?
তরুণ আঁখির পূজা—পারিজাত-ভূষা
কে গো অর্পিলে এই কলঙ্কী জনে ?
শেষে বিমুগ্ধ মুগ্ধ করিলে মোরে
দেবীর মতন দেখিলে এ পিশাচীরে ;

শুক সরিৎ অকালে উঠিল ভ'রে
কিশোর হৃদির উছল প্রেমের নীরে ।

সারা জীবনের সব মমতার স্মৃধা,
আখির নিমেষে মিটেছে তোমায় দেখে ;
কাছে না পেয়েও পেয়েছি পরাণে স্মৃধা,
তরুণ মূৰ্ত্তি গিয়েছিল প্রাণে এঁকে ।

বিলম্বে এলে চলে গেলে তাড়াতাড়ি
চুষন দিতে বিষকণ্ঠার মুখে—
হলে হত ; গেলে জনমের মত ছাড়ি
জীবন খোয়ালে এক নিমেষের স্মৃথে ।

আমি যে চলেছি বিষপ্রসাধনশেষে
রাজমঞ্জীর বিষ-পাংগুল কাজে,
হায় উন্মাদ ! তুমি কোথা হ'তে এসে
বক্ষে আমারে বাধিলে পথের মাঝে ?
হায় চঞ্চল ! হায় বিহ্বল হিয়া !
হায় গো তরুণ, একি নিদারুণ খেলা !
কি হল তোমার তরল অনল পিয়া ?
হায় পতঙ্গ ! জীবনে কি এত হেলা ?

বঞ্চনা করি কি হ'ল বঞ্চিতারে ?
আপনি মরিলে কাড়িলে আমার প্রাণ ;
শুক নয়ন ভরিলে আকুল ধারে
বিষকণ্ঠার বিষ আজি অবসান ॥

দেবদাসী

আমি দেবদাসী বিগ্রহ-বধু
আমারে ইহারা রেখেছে বেধে,
কাঁদো-কাঁদো ম্লান আকাশের মেঘ
আমার হৃৎথে ফেলেছে কেঁদে !
উন্মাদ আমি নহি ওগো নহি
তবুও রেখেছে বন্দী ক'রে ;
কারে বলি ? হার ! বিঠোবা আমার
বাশরী বাজায়ে ডাকিছে মোরে ।
দেখে আসি তার শ্রীমুখের হাসি
কেঁদে বলে আসি,—করেছি কিবা ?
কোন্ অপরাধে চরণ কাড়িলে ?
আধারে ডুবালে উজল দিবা ?
আপনার হাতে কর্পূর জালি'
আরতি যে আজ করিব আমি,
পূজা করি গিয়ে—সেবা করি গিয়ে
ডাকিছে আমার দেবতা স্বামী ।...

পূজারী পূজিবে ? কোথায় পূজারী ?

ঘরে গেছে সেই ব্রহ্মচারী,

আমি এই হাতে,—না, না আমি নয়,—

আমি দুর্বল আমি কি পারি ?

মৃতবৎসার সন্তান আমি

দেবতার বরে জনম মম,

দশের মতন নহে এ জীবন,

কে আছে গো আর আমার সম ?

শিশুহীন ঘরে শিশু এসেছিলাম,

শৈশব মম দীর্ঘ অতি,

দেব-নিবেদিত জীবন আমার

শিশুকাল হ'তে দেবে ভকতি ।

জননীর মুখে শুনিলাম যেদিন

দেবতার সাথে বিবাহ হবে,

অসীম আকুল পুলকে পরাণ

মাতিয়া উঠিল মহোৎসবে ।

তরুণ গরবে ভরিল হৃদয়

ভুলিলাম খেলা, খেলার সাথী,

দেবতার ঘর হইল বাসর

কিবা সে দিবস, কিবা সে রাত্রি ।

শুধু দেখিতাম বন্ধিম ঠাম,

দেখিতাম কালো রূপের ছটা,

ভুলির লিখন

ফুলে চন্দনে রত্নভূষণে

বরের আমার সাজের ঘটা ।

• • •

আমার দেবতা ! আমার বিঠোবা !

কুমারী-হৃদের সাধের বর !

ভুলেছি তোমার নীরব বাঁশীতে

তোমার দেউল আমার ঘর ।

জনক জননী ছাড়িয়া এসেছি

তবুও তো বেশী কাঁদিনি, প্রভু !

তঁারা এসেছেন আমারে দেখিতে

আমি তোমা' ছেড়ে যাইনি কভু ।

তোমা'রে তুষিতে নৃত্য শিখেছি,

দেখিব বলিয়া ওমুখে হাসি

কত উল্লাসে করিয়াছি গান

প্রভাতে প্রদোষে সমুখে আসি' ।

দিন কেটে গেছে এমনি করিয়া

যৌবন এসে দিয়েছে দেখা,

নূতন-তপ্ত ফাগুন বাতাসে

তপ্ত নিশ্বাস ফেলেছি একা ।

আরো কাছে যেতে, আরো কাছে পেতে

বিহ্বল মনে বেড়েছে হৃদা,

“কুট্ট-চাতুরী” পরীদের মত

নীরব চরণে ফিরেছি নিশা ।

পাষণ-সোপানে লুটায় কেঁদেছি

রুদ্ধ হৃদয়ে রাধিয়া মাথা,

দেউল ঘিরিয়া ঘুরেছি কতই

মৃদু গুঞ্জে গাহিয়া গাথা ।

রুদ্ধ হৃদয় তবুও খোলেনি,

তবু বিঠোবার শুনি নি বাণী,

অভিমাণে ফিরে শয্যা নিয়েছি

কঠিন কাঁকন কপালে হানি’ ।

কালো কেশ আমি করেছি ধূসর

দেউলের ধূলি মোচন করি’

তবু এ দাসীয়ে হয় না করুণা,

স্বরূপ দেখিতে পাইনে, হরি !

গল্পে শুনেছি যবনে যখন

নিয়ে গিয়েছিল হরণ ক’রে

খেলার পুতুল ছিলে হ’য়ে তুমি

বাদশাজাদীর খেলার ঘরে ।

শুনেছি নিশীথে তারে দেখা দিতে

মোহন মুরতি ধরিয়া, প্রভু !

নিমেষের তরে চোখের আড়াল

করিত না সেও তোমাতে কভু ।

ভুলির লিখন

ভক্তেরা হেথা হইল ব্যাকুল
দীর্ঘ দিনের অদর্শনে,
নিদ্রা-মগনা যবনীরে ফেলি’
চতুর ! পলায়ে এলে গোপনে ।
তোমা-হারা হ’য়ে পাগলের পারা
তোমারে খুঁজিতে বাদশাজাদী
বাহির হইল চড়িয়া ঘোড়ায়
দেশে দেশে কত ফিরিল কাঁদি’ ।
শেষে সন্ধানী সন্ধান করি’
হ’ল উপনীত তোমার দ্বারে,
যবনী জানিয়া দ্বারীরা তোমার
প্রবেশিতে হায় দিল না তারে ।
বাধা পেয়ে দুটি বাহু পশারিয়া
ফুকরিয়া নারী কহিল শুধু
“বিঠোবা ! বিঠোবা ! আমি যে এসেছি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি বঁধু !”
প্রেম-আবাহনে পাষণ-মুরতি
উঠিলে ছাড়িয়া রতন-বেদী,
পলকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ালে
বিদ্যুৎ সম জনতা ভেদি’ !
দুঃখ-হরণ হাসিটি হাসিয়া
প্রেমী যবনীরে বাঁধিলে বুকে,

দেবদাসী

দেখিতে দেখিতে শ্রাম জলধরে
দামিনী লুকায়ে গেল গো সুখে ।
ভাগ্যবতী সে যবন-বালিকা
অজ-ভাগিনী করিলে তারে,
আমি অভাগিনী দিবস যামিনী
কাঁদিতে এসেছি এ সংসারে ।

* * *

বর্ষার রাতে জ্যোৎস্না ফুটল,
অশ্রুর মাঝে ফুটল হাসি
বিঠোবার মঠে ভক্ত এলেন
মূর্ত্ত ঘেন গো পুণ্যরাশি ;
নয়নে বচনে করুণা তাঁহার
মুখে স্মিত হাসি রয়েছে মিশে,
তাহারে কহিলু “বলে দাও প্রভু !
বিঠোবারে আমি পাইব কিসে ।”
চামর হেলায়ে ক্লাস্ত হয়েছি,
ভূলাতে পারিনি নৃত্যগীতে,
দুঃখ-যামিনী কেঁদে কাটায়েছি
দুয়ারে পড়িয়া বরষা শীতে ।
কহিলেন তিনি “এখন কেবল
সতত মানসে পূজিতে হবে,

তুলির লিখন

সময় হইলে তোমায় বিঠোবা
নিজে ডেকে লবে মুরলি-রবে ।
বাহিরে যে আছে ও যে ছবি তার,
সে আছে তোমারি প্রাণের মাঝে ;
মনের মানুষে সন্ধান কর,
দিন কাটায়ো না বিফল কাজে ।”
অবাক হইয়া শুনিমু সে বাণী,
বুঝিতে নারিমু করিব কি যে,
এ কি মিছে কাজে কাটিছে জীবন ?
কিছু সমঝিতে না পারি নিজে ।
শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিতাম
আগেকার মত বীণাটি লয়ে ;
থেমে যেত সব যাত্রীর রব,
রহিতাম একা উদ্দাস হ’য়ে ।
রৌদ্রের রেখা স’রে স’রে যায়,
ঘন হ’য়ে আসে ছায়ার তুলি,
স্পন্দিত পাথে করে আনাগোনা
দেউলে গো-পুরে কপোতগুলি ।
মনের মাঝারে খুঁজে মরি যারে
তাহারি কেবল পাইনে ছাথা,
আকুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি
বিফলে জীবন কাটিছে একা ।

দেবদাসী

নারী-আত্মার চরণে প্রণাম

আমারে মারিলে যাই যে বেঁচে,
এ জীবন-তরী বাহিতে না পারি
কেবলি নয়ন-সলিল সৈঁচে ।

* * *

ধনী মহাজন মন্দিরে এসে

অতিথি হইত যখন যোবা,
পূজারী—ভণ্ড পূজারী আমারে
বলিত করিতে তাদের সেবা ।
বলিত সে হেসে “সকল পুরুষে
আছেন তোমার দেবতা স্বামী ।”
আমি বলিতাম “তুমি দূর হও
তোমার ওকথা শুনিবে আমি ।
আমি দেবদাসী বিঠোবার বধু
বিধবার মত কাটাব কাল,
যতদিন এই পদ্মের বনে
চরণ না রাখে মোর মরাল ।”
বলিতাম বটে, তবুও হৃদয়
নিরমল বলি’ হত না মনে,
কোথা হতে যেন বিহ্বলতায়
ছেয়ে যেত মন ক্ষণে ক্ষণে !

ভুলির লিখন

বনে যে আগুন কোথা হ'তে লাগে
বরষে বরষে জানে না কেহ,
মনে অপগুণ কোথা হতে জাগে
গুমিয়া পোড়ে গো পরাণ দেহ ।

বিঠোবারে ভালবাসিয়া তবুও
স্বস্তি নাহিক দিবস-রাতে—
বিরহী হৃদয় বিদ্রোহী হয়
নিদ্রা না আসে নয়ন-পাতে ।

প্রদীপে ধরিমু আগুন, ভাবিমু
বাহিরের দাহে ভুলিব দাহ,
কাঁটায় করিমু শয্যা-রচনা
এ দেহে আমার সহিল তাও ।

যত মুছি যত গুচি করি মন
ততই কালির অঙ্ক পড়ে,
ভাবিয়া দেখিমু আমি তো ভাবি না
ভাবনা আমার স্বন্ধে চড়ে ।

বিঠোবার সাথে মিলিব, এবার
মনের এ মলা ঘুচাব আমি,
নহিলে মরিব, মরণের পারে
পাইব আমার দেবতা স্বামী ।

বিলাসের বেশ বর্জ্জন করি
বিরহের বেশে দেউলে ঘুরি

দেবদাসী

ভাবিলাম শেষ মুড়াইব কেশ
সংগ্রহ করি' আনিবু ছুরি ।
সেই রাতে আমি দেখিবু স্বপনে
মরাল এসেছে কমলবনে,
ফুলের মতন পুলকি' উঠিল
এ তবু আমার সে চুষনে ।
নূতন শকতি—নব আনন্দ—
নিগূঢ় প্রগাঢ় মিলন-মধু
প্রাণপণে পান করিতে করিতে
ভেসে যাওয়া মিশে যাওয়া সে শুধু !
বিপুল বেদনা !—তেমনি পীড়ন—
যেমন পীড়নে অধীর মেঘে
দীর্ণ করিয়া দেবতা আমার
ঝর ঝর জল ঝরান্ বেগে ।
নূতন জীবন লভিয়া স্বপনে
জাগিয়া উঠিছু গুচিস্মিতা,
শ্রাম জলদের করুণা-ধারায়
গেছে নিবে গেছে মনের চিতা ।
উষার বাতাসে ছুটি আঁখি ধুয়ে
সঞ্চ-কিরণে করিছু স্নান,
অভিষেক মোরে করিল অরুণ
পাখীরা গাহিল আরতি-গান ।

তুলির লিখন

ডেকে মোরে যারা পেলেনাক সাড়া
তাহারা ভাবিল গিয়েছি কেঁপে,
পূজারী আসিয়া অঙ্গ ছুঁইতে
অচেতন হয়ে পড়িছু কেঁপে।
সংজ্ঞা ফিরিলে স্বপনের কথা
বলিছু প্রকাশি' সবার মাঝে,
নিজ নিজ মত জাহির করিয়া
গেল একে একে যে যার কাজে
পূজারী তখনো রয়েছে দাঁড়ায়ে
সে কহিল মোরে “ভাগ্যবতী !
স্বপন-সূচনা দেখে মনে হয়
ধরা দেবে তোর দেবতা পতি ;
কেমন দেখিলি ?”—আমি কহিলাম,—
করে শোভে বাঁশী নাগস্বরী,
নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম,—
দেখিতে দেখিতে লুকাল স্বরা।
কথা শেষ হলে মুঢ় গেল চ'লে
তখনো বুঝিনি ফন্দি তার,
বুঝিলে তখন এ দশা কি হ'ত
ইহ-পরকাল যেত কি আর ?
তখন কেবল প্রাণে অহুভব—
দেবতার প্রেম স্বপনে পাওয়া,—

দেবদাসী

দীর্ঘ স্বপনে দিবস যাপিয়া
যামিনীর পারে স্বপন চাওয়া !
ভালবাসা আমি পেয়েছি স্বপনে
বাঁধন আমার গিয়েছে টুটে,
আমার সৰ্ব্ব দেবতারে সঁপি'
লইব এবার স্বর্গ লুটে।
তার কমে মন তুষ্ট হবে না,
তার চেয়ে কম নেব না আমি ;
তোমার প্রেম সে আমার স্বর্গ
তাই দিতে হবে আমায় স্বামী !
ভালবেসে আর ভালবাসা পেয়ে
অন্ধের আঁধি গিয়েছে খুলি',
এবার বুঝেছি কেমনে বিঠোবা
বিপুল পৃথিবী ধরেছ তুলি'।
ভালবেসে আজ সম্ভব হ'ল
সম্ভব হ'ল তোমারে পাওয়া,
হাঝা করেছে হৃদয়ের বোঝা
স্বপন-দেশের হাঝা হাওয়া।

*

*

*

এমনি করিয়া দিন কেটে যায়,
স্বপনের স্মৃতি ফিরিছে সাথে,

তুলির লিখন

বাসকসজ্জা করি নিতি নিতি
চির-দেবতার প্রতীক্যতে ।
সহসা একদা শুনিমু নিশীথে
বাজে সেই বাঁশী—নাগস্বর !
ভাবিলাম, এ কি ? জাগিয়া স্বপন ?...
আবার বাজিল !...উঠিমু ত্বর,
দুয়ার খুলিমু, ...নাই কেহ নাই, ...
রুধিমু দুয়ার ক্ষুণ্ণ মনে,
আরো কাছে যেন বাজিল এবার
লুকাইমু হায় শয্যা-কোণে ।
কে যেন আমার দুয়ারে দাঁড়াল !
কে যেন আমায় ডাকিল ধীরে !
আমি রহিলাম অসাড় অ-বাক,
জানি না কখন গেল সে ফিরে ।
আমার লাগিয়া অভিসারে এসে
ফিরে গেল এ কি দেবতা মম ?
কেন ডেকে তারে ঘরে না নিলাম ?
অভাগী নাহি গো আমার সম ।
নিশি-শেষে দেখি বরষা নেমেছে,
ভেসে যায় দেশ জলের শ্রোতে,
ধারা-যন্ত্রের মত জল ঝরে
শিলা-কপোতের চঞ্চু হ'তে ।

কি এক আবেশে কেটে গেল বেলা
 কেটে গেল সারা দিন কেমনে,
 স্বপনের পাখী দিবসের নীড়ে
 পৃথিতে বরষা করেছে মনে !
 সন্ধ্যা আসিল ফুটিল না তারা,
 আমি ভাবিলাম মনেতে তবে
 চন্দ্র তারার দেউট নিবায়ে
 তাঁর অভিসার আজিকে হবে ।
 ছায়ার আমার মুক্ত রাখিছু
 রহিল শিয়রে প্রদীপ জ্বালা,
 বাসর সাজায় পুষ্প মুকুলে
 নিজ হাতে গোঁথে রাখিছু মালা ।
 কখন ঘুমায়ে পড়িছু, জানি না,
 জাগিয়া দেখিছু কে যেন ঘরে,
 শিরে শোভে চূড়া, অধরে মুরলি,
 অঙ্গের বাসে ভুবন ভরে !
 নিব-নিব দীপ নিবে গেল হায়
 সহসা বাদল-বাতাস লেগে,
 বজ্রের কাড়া সাড়া দিয়ে গেল
 তিমির-নিবিড় নিশীথ মেঘে ।
 দেবতা জানিয়া চরণ ধরিছু
 সে আমারে নিল তুলিয়া বৃকে,

তুলির লিখন

উদ্ভাসপারা অজস্র ধারা

নাচিতে লাগিল অধীর স্রুথে ।

বুকে মুখ রাধি' মুদে এল আঁখি,

মূরছি পড়িলু হর্ষাতলে ;

মূর্ছা অন্তে জাগিলু যখন

দেশ ভেসে যায় তখনো জলে ।

ভোরের আলোর শয্যার পানে

চাহিতে সহসা দেখিলু এ কি !

বিচ্যুত-চূড়া ছদ্ম দেবতা

নিদ্রিত এ যে পূজারী দেখি !

শিহরি' উঠিল সকল শরীর

হ'ল সে শুঁঠের মতন শিঠা,

ঘুণায় মানিতে চোখের নিমেষে

তিতা হ'য়ে গেল মনের মিঠা ।

যজ্ঞ-চক্রেতে পিশাচের লোভ !

পাপের পঙ্ক আমার ঘরে !

পাপের অন্ধ আমার ললাটে,

পূজারী আমার শয্যা 'পরে !

কুকাঞ্জে কি বুক এতই বেড়েছে !

ঘুমাইছে হেথা অসঙ্কোচে !

ছুঁয়েছে আমার নরকের দূত

এই কলঙ্ক কেমনে ঘোচে ?

নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া উঠিল,
 হাসিয়া উঠিল কাদিতে গিয়া,
 রোষে, অপমানে, দুঃখে, সন্ধ্যা
 ঘেন ফেটে যেতে চাহিল হিয়া ।
 কেশ মুড়াবার অন্তটা ছিল
 টানিয়া বাহির করিলু তারে,
 হানিলু বক্ষে, হানিলু কণ্ঠে,
 কোপায়ে কাটিলু ভণ্টারে,
 রক্তের ধারা ছুটিয়া লাগিল
 পিচকারী দিয়া আমার মুখে,
 চীৎকার করি বিকটোল্লাসে
 ঘুরিয়া পড়িলু ধরার বুকে ।

* * *

উঠে দেখি হাতে পড়েছে শিকল
 একা ফেলে রেখে গিয়েছে বেঁধে,
 লোহার নূতন গহনা দেখিয়া
 হাসিতে এবার ফেলিলু কঁদে ।
 বিঠোবা ! বিঠোবা ! কি হবে আমার
 ইহ পরকাল সকলি গেছে,
 ভ্রষ্টা হয়েছি, হত্যা করেছি,
 আর কোনো ফল নাই তো বেঁচে ।

তুলির লিখন

আমি দেবদাসী বিগ্রহবধু

কে জানিত মোর এ দশা হবে ?

পূজার পুষ্প গন্ধে পড়িহু

শুধু কলঙ্ক রহিল ভবে ॥

মরিয়া

অবধান ! প্রভু ! চরণে প্রণাম
কোম্পানী বাহাদুর !
এতক্ষণে সে হৃদয়-মনের
সন্দেহ হ'ল দূর ।
মোরা শুনেছিষু তোমরা কোথায়
কাটিছ নূতন থাল,
জল তাতে দেখা দিল না বলিয়া
ভারি হ'ল গোলমাল ।
জানেরে পুছিতে সে নাকি বলেছে
দিতে সেথা নরবলি,
তাই আমাদের কেড়ে নিয়ে যাবে
পাহাড়ীর কান মলি' ।
আমরা মরিয়া, মরিবার তরে
উঠেছি পুষ্ট হ'য়ে,
মারীচের দশা—কোনো আশা নাই
ভাগ্য-বিপর্যয়ে ।

ভুলির লিখন

তোমাদের হাতে মরিব, না হয়
পাহাড়ী খোঁদের হাতে,
সমুখে পিছনে মৃত্যু মোদের
শঙ্কা কি আর তাতে ?
তবে, ভাবিলাম মূল্য না দিয়ে
নিষে যে মোদের যাবে,—
পড়ে-পাওয়া বলি ঠাকুর-দেবতা
তুষ্ট হ'য়ে কি থাকে ?
জোমা সর্দার আমার মায়েরে
তিন-কুড়ি টাকা দিয়ে
কিনে এনেছিল 'পল্লু'দের কাছে
পাহাড়তলীতে গিয়ে ।
পণ্যের মত মানুষ বেচাই
পল্লুদের ব্যবসায় ;
সরিষা, হলুদ, রেড়ীর বদলে
মানুষ বেচিয়া যায় !
হাঁ সাহেব ! বলি তোমাদের দেশে
হলুদের চাষ আছে ?
আছে ?...থাক্ !...তবু দাঁড়াতে পারে না
খোঁদ হলুদের কাছে ।
দেখনি তা' বুঝি ? কিবা তার রঙ
আহা সে চমৎকার,

হবে না কেন গো ? কেতে দেওয়া রহ

নর-রক্তের সার ।

হলুদ বেচিয়া জোমা সর্দার

পেয়েছিল যত টাকা,

তা' দিয়ে আমার মায়েরে কিনিল,

হ'য়ে গেল হাত ফাঁকা ;

তা' ছাড়া তখন পেন্ন পূজার

চের দিন ছিল বাকী,

কাজেই, মায়েরে বলি সে না দিয়ে

নিজ গৃহে দিল রাখি' ।

গরীবের মেয়ে ছিল মা আমার,

তার 'পর সে বছর

বাপের আমার মৃত্যু হয়েছে,—

দেশে মনস্তর,—

ক্ষুধার যাতনা সহিতে না পেরে

ভিক্ষা না পেয়ে শেষে

অগ্নির লোভে 'পন্ন'দের সাথে

এসেছিল এই দেশে ।

তখন যে আমি গর্ভে হয়েছি

জানিতে পারেনি কেহ,

ক্রমে লক্ষণ দেখে সর্দার

করিল সে সন্দেহ ।

তুলির লিখন

লোকজন ডেকে বলিল সে “একে
যতন করিয়া রাখ,
ছেলে ও পোয়াতি ছ’ ঠাই না হ’লে
বলি দেওয়া হবে নাক’ ।
পন্থ বেটা আগে বুঝিতে পারিলে
আদায় করিত দাম,
সেবার যেমন ঠকায়ে সে গেছে,—
এবারে সে জিতিলাম ।”
আরো কিছু দিন বাঁচিতে পাইবে
শুনিয়া মরণ-ভীত
জননী আমার হর্ষ-আবেগে
হয়েছিল মুর্ছিত ।
তার পর আমি জন্ম নিয়েছি,
ক্রমশ হয়েছি বড়,
লাফাতে ছুটিতে পাহাড়ে উঠিতে
সাঁতার কাটিতে দড় ।
সন্তানহীন সর্দার মোরে
ফেলেছিল ভালবেসে,—
“পোষিঅ পুঅ যে করিব ইহারে”
কহিত সে হেসে হেসে ।
সন্ধ্যাবেলায় একদিন ঘরে
এসেছে গায়ের ‘জানি’,

সর্দার মোরে তার সম্মুখে
 হাজির করিল আনি' ।
 আমারে লইবে পোষাপুত্র
 সে কথা জানাল ভাবে,
 চমকিয়া 'জানি' কহিল "তাহ'লে
 গ্রাম ছারেখারে যাবে ;
 পেন্নুর ধন ক'র না হরণ
 পেন্নুর হবে রাগ,
 দেবতার নামে যে ধন রেখেছ
 তাতে বসায়ো না ভাগ ।
 তবে,—পার—বলি বন্ধ রাখিতে,—
 তেমন বিধান আছে,—
 তোমার জিন্মা দেবতার ফল
 পাকিতে থাকুক গাছে ।
 কাঁচা হ'তে ডাঁশা ফল পেন্নুর
 হয় যে অধিক প্রিয় ;
 তবে তাই ভাল, বিশ বৎসরে
 তুমি ওরে বলি দিয়ো ।"
 সর্দার বুড়া মৌন রহিয়া
 মেনে নিল কথা তার,
 রাজ-ভোগে হায় চলিতে লাগিল
 পালন এ মরিয়ার !

কুশির লিখন

পুত্রের নামে প্রসূতি বাচিল
বেঁচে গেল মা আমার,
রাষ্ট্র হইল এক সঙ্গেই
বলি হ'বে দু'জন্যার ।
বলির স্তম্ভ কিনে আনা হ'ল
একটি হাড়ির মেয়ে,
রোগা হাড় তার চর্কি লাগিল
চর্ক্যা চোষা পেয়ে ।
মুখের কথাটি হয় না খসাতে
হাতে তুলে দেয় চাঁদ,
—(সে মরিয়া নয় দেবের ভোগ্য
বার মিটে নাই সাধ ।)
গানে গানে তারে রাখিল ভুলায়ে
ভাবিতে না দেয় লেশ,
রসের নেশায় ডুবিয়ে রেখেছে
দেছে নব বাস-বেশ ।
ক্রমে উৎসব এল ঘনাইয়া
চারিদিন সবে বাকী,
গ্রাম জুড়ে বেজে উঠিল বাজ
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি ।
চঞ্চল হ'য়ে উঠিল সকলে
মেয়েরা জুড়িল নাচ,

শালবন প্রায় হ'ল কুলহীন

রসহীন ভালগাহ ।

বয়স লয়ে খেলিল ছেলেরা

রস-পানে রাজ্য আধি,

তারি বেড়ে গেল মেয়ে মরদের

মাতামাতি মাখামাখি ।

তিন দিন রাত এমনি কাটিল,

চোঁঠা দিনের ভোরে

ঘুম ভেঙে দেখি চলেছে মরিয়া

মশানের পথ ধরে' ।

ফেলিছে চরণ কলের মতন

লক্ষ্যবিহীন চোখ,

সাথে সাথে তার কোলাহল ক'রে

চলেছে গায়ের লোক ।

চলেছে মরিয়া,—আজি সে নেশায়

মরিয়া হইয়া আছে,

চোখের চাহনি আকুতিতে ভরা

ছুটি পেলে যেন বাঁচে ;

ঘুচে গেছে তার সুখদুঃখের

বিচার—বিচক্ষণা,

মরিতে নিজেই চলেছে মরিয়া

উদাসীন উন্ননা ।

তুলির লিখন

পেন্সর পাখী বহিতে হেলিয়া
পড়িছে ক্লান্ত গ্রীবা ;
দিনের বেলায় এ কি কুস্বপন ?...
এ কি তবে নহে দিবা ?
ভয় হ'ল মোর, তবু নিরস্ত
হ'ল না কোতূহল,
মরিয়ার পিছে চলিতে লাগিছু
অনুসরি' কোলাহল !
সাত বছরের শিশু এক দিল
তেল মরিয়ার চূলে,
'জানি'-পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া
মালা দিল গলে তুলে ।
'সহসা জনতা ব্যাপিয়া বিষম
পড়ে গেল ঠেলাঠেলি,
মরিয়ারে ঘিরে মহা ছড়াছড়ি
উৎসুক বাহ মেলি ।
মরিয়ার মাথা হ'তে তেল নিয়ে
মাথিলে নিজের ভালে
ডাইনীতে নাকি দৃষ্টি হানিতে
পারে নাক' কোনোকালে ।
ভাগ্যে তৈল কাহারো হইল,
দূর হ'তে কেহ ভিড়ে

মরিয়্যা

তৈলের লোভে হস্ত বাড়ায়ে
চুলগোছা নিল ছিঁড়ে ।
বিত্রত হ'য়ে অভাগী মরিয়্যা
বিকৃত করিল মুখ,
তাড়ির পাত্র ধরিবা মাত্র
পিয়ে নিল উৎসুক ।
পেন্নর কাছে মরিয়্যা চলেছে,
চলে লোক জুড়ি' পথ,
আস্তানা 'পরে দাঁড়াল সবাই
করিয়্যা দণ্ডবৎ ।
'জানি' যোড়হাতে করিল "ঠাকুর !
খালাস আছি হে দোষে,
মূল্যে ইহা করেছি শুদ্ধ
খাওয়ায়েছি খুব ক'সে ;
বলি-উপহার লও হে পেন্ন !
হও প্রসন্ন, প্রভু !
দেহ বল দেহে, ক্ষেত্রে শস্ত,
ভুলিয়া থেক না কভু ।"
প্রার্থনা শেষে সকলে মিলিয়া
নমিল পুনর্বার,
বান্ধ বাজিল শিশুরা নাচিল
বিলম্ব নাই আর ।

তুলির লিখন

প্রথমে বরাহ বলি হ'য়ে গেল
রক্তে ভিজিল মাটি,
সহসা ঘুরিয়া পড়িল মরিয়া !—
ঝঞ্জে পড়েছে লাঠি !
চেরা-বাঁশ ছিল মজুত, অমনি ,
চাপিয়া ধরিল গলা,
হারেরে মরিয়া ! এ বারের মত
শেষ হ'ল কথা বলা ।
মাথা তুলে আঁখি ঠিকরিয়া চায়,—
চোখে আর নাই নেশা,
বাঁশের দু'মুখ এক হ'য়ে এল
চলিতে লাগিল পেয়া ।
কুরপি ধরিয়া খাড়া ছিল হোথা
ক্ষেতের মালিক যারা,
না মরিতে নিল মাংস কাটিয়া
যেন শকুনির পারা ।
স্পন্দিত নাড়ী সত্ত্ব মাংস
তাদের মুঠার চাপে
ব্যাধের বজ্র-মুঠার পীড়নে
পাখীটির মত কাঁপে ।
ধেয়ে চলে' তারা গেল উল্লাসে
কি এক নেশায় মেতে,

তপ্ত মাংস পুঁতিয়া ফেলিল

আপন আপন ক্ষেতে ।

শুকর-রক্তে পূরিত গর্ভে

মরিয়্যার মুখখানা

ডুবায়ে হেথায় গুঁজড়িয়া জোরে

ধরিল লোকেতে নানা ।

নিশ্বাস তার পড়িল না আর,

নিশ্বাস ভগবান

কষিবার আর রহিল না পথ,

অপরাধ অবসান ।

প্রাণী-হত্যার পাতক হ'ল না

প্রাণ রহিলেন দেহে,

কর্ম্ম হইল পূরা অনুকূল

ধর্ম্ম বাড়িল গেহে ।

শুকর-শাবক দক্ষিণা পেয়ে

ঘরে গেল পুরোহিত,

পুরুষের সাজে নাচিল নারীরা

গাহি পরবের গীত ।

ঘরে ফিরিলাম ভয়ে নির্ঝাঁক

বল নাহি পায়ে হাতে,

অন্ন পানীয় মুখে সে রুচে না

নিদ্রা আসে না রাতে ।

তুলিয় লিখন

মায়ের পরাণ উঠিল শুকারে
ভাবনায় দিন দিন,
সুস্থ সবল শরীরটি তার
ক্রমে হ'য়ে গেল ক্ষীণ।
মরিয়ার মত দঙ্কিয়া মরা
ললাটের লিপি নয়,
তাই মা আমার হঠাৎ মরিল
ঘুচিল ভাবনা ভয়।
আমি রহিলাম সদা সশঙ্ক,
শিয়রে ফুঁসিছে ফণী ;
বরষের পর বরষ কাটিছে
মরণের দিন গণি'।
সেই বীভৎস উৎসব-কালে
বৎসরে বৎসরে
প্রতি মরিয়ার সঙ্গে মরিতে
লাগিলু নূতন ক'রে।
যৌবন এল গৌরব ভরে
নাহিক সুখের আশা.
কোন্ নারী হাস্য করিবে গ্রহণ
মরিয়ার ভালবাসা ?
নয়ন মগন হ'য়ে যেত, হাস্য,
তবু সুন্দর মুখে,

মন চঞ্চল তবু হ'ত মোর

মন-গড়া হুখে স্মৃথে ।

মরণ রয়েছে দাঁড়ায়ে হুয়ারে

তাও যেন যাই ভুলে !

ভেজায়ে হুয়ার প্রেমের ভুবন

দেখি বাতায়ন খুলে ।

এমনি করিয়া কুড়িটা বছর

কেটে গেল জীবনের,

আর বেশী দিন বাঁচিতে হবে না,

সে কথা পেলাম টের ।

সহসা মোদের বুড়া সর্দার

মরিল অপুত্রক,

যেটুকু ভরসা ছিল,—তা' ফুরাল,

গেল মোর রক্ষক ।

নূতন যে এক সর্দার হ'ল

সে কহিল এসে “কে রে ?

এটা কি জুমার পুষি নাকি রে ?

আগে তো দেখিনি এরে ।”

জানি-পুরোহিত কহিল “তা'হলে

সর্দার হ'ত ও যে ;—

জাগু-বসানো ও দেবতার ফল,—

দিব্য উঠেছে মঞ্চে ।

তুলির লিখন

ও এক মরিয়া ; ওরে সতর্কে
সাবধানে দিয়ো রেখে,
দগ্ধ মৎস্ত শেষে না পালায়
তোমার হস্ত থেকে ।”
পালাব !...এ কথা এতদিন, হায়
কেন ভাবি নাই মনে !
পারি তো পালাতে !...তবে এ বয়সে
কেন মরি অকারণে ?
তাই করিলাম, .. বাহির হলাম
নিশুতি—নিশীথ রাতে,
পাহাড়ের পথ হয়েছে পিছল
অকালের বাদলাতে ।
ঘূমে-ঘোলা চোখ কচালি’ চলিল
পা ফেলিয়া আঁচে আঁচে,
পাহাড়তলীতে নামিলে বারেক
ছুটিয়া পরাণ বাঁচে ।
কোথা যাব তার নাইক ঠিকানা
চলিয়াছি খর পায়,
এবার যদিরে ধরা পড়ে যাই ?—
একেবারে নিরুপায় ।
কাঁটার আঁচড়ে ছড় গেল কত,
উছটে ফাটল নথ,

ঘুম উড়ে গেল, আঁধার ফুঁড়িয়া
 জলিতে লাগিল চোখ ।
 পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম ;—
 পিছনে শিথিল শিলা
 চরণের ভরে উঠেছিল তুলে
 বর্ষার জলে ঢিলা ।
 বাঘের সাপের ভয় ভুলেছিলাম
 মরিয়্যা তো মরিয়্যাই,
 ভোর হ'ল যবে, চেয়ে দেখি হায়
 যা' ভয় করেছি তাই ।
 মানুষ বেচিতে পল্ল-বণিকেরা
 চলেছে বাধিয়া দল,
 আমারে দেখিয়া শীকার ভাবিয়া
 হ'ল তারা চঞ্চল ।
 লুকাতে গিয়াই ধরা পড়ে গেলাম
 ভাল করে দিলাম ধরা,
 তাড়া ক'রে মোরে ফেলিল ধরিয়্যা,
 আঁধার দেখিলাম ধরা ।
 সুধাইল তারা “কোথা তোর ঘর ?”
 “ঠিক্ উত্তর দিস্” ।
 “যবে যদি তোরে দিই পৌছিয়া
 কি মিলিবে বখশিস্ ?”

তুলির লিখন

আমি কহিলাম, নাই ঘর-বাড়ী
নাইক আমার টাকা,
কেহ নাই মোর জগতে, সমান
মরে যাওয়া বেঁচে থাকা ।
তবে যদি মোরে প্রাণদান দাও
করিয়া মেহেরবানী
গোলাম হইয়া সেবিব চরণ
পরম ভাগ্য মানি' ।
“মেহেরবানীর কথা রেখে দাও,
সেইখানে চল তবে
যেখানে তোমার এই কর্মের
উচিত শাস্তি হবে ।”
খুন চেপে প্রায় গেছিল মাথায়
‘ গুনি তার এই কথা,
মারিতে উঠিয়া হনু নিরস্ত,
হায় রে নিষ্ফলতা ।
মানির ক্ষোভের তাল সামালিতে
রক্ত চড়িল মাথে,
কি বলিতে গিয়া নারিহু বলিতে,
আলো কালো হ’ল প্রাতে ।
মাটি আঁকড়িয়া বসিয়া পড়িহু
বাতাসে পাতিয়া শির,

মুহ মুহ কেশ কণ্টকি' উঠে,
 প্রাণ অতি অস্থির ।
 কি যে বলাবলি করিছে সবাই
 শুনিতে না পাই কিছু,
 আমি একা, হায়, ইহারা অনেক
 মাথা করিলাম নীচু ।
 ফিরিতে হইল আবার ; এবার
 পাহারা বসিল কড়া,
 পেরাদা-সমুখে শয়ন ভোজন
 উঠা বসা নড়াচড়া ।
 বন্দী নহিক, যেথা যেতে চাই
 নিয়ে যায় তারা সাথে,
 স্বাধীনও নহিক, চোখে চোখে রাখে,
 চোঁকী দিনে ও রাতে ।
 রাতে দিনে মোর সোয়াস্তি নেই,
 মুখে মোর নেই ভাষা,
 মরণের হাওয়া পরাণে লেগেছে
 ঘুচে গেছে কাঁদাহাসা ।
 ভোজন-ঘটার ঘটে নাই ক্রটি
 নাই তবু ক্ষুধা-লেশ ;
 সিনানের জলে দেখিছু একদা
 শাদা হ'য়ে গেছে কেশ ।

ভুলির লিখন

মরিবার মত হয়নি বয়স,
তবুও মরিতে হবে ;
তাই বিধি দিলে বৃদ্ধের বেশ,
এবার মরিব তবে !
মরিতে বসেছি মাঝে মাঝে মন
তবু হয় বিদ্রোহী,
আগুন জ্বালায়ে মনের গোপনে
আপনি তাহাতে দহি ।
মরিব না ওগো মরিব না আমি
বলি-শুকরের মত,
মারিয়া মরিব রাক্ষসদের,
এই হ'ল মোর ব্রত ।

* * *

দিনে দিনে দিনে দিন ঘনাইছে
আবার পেরু পূজা,
আহ্লাদে বুড়া জোয়ান হয়েছে
সোজা হ'য়ে চলে কুঁজা !
হঠাৎ থামিয়া গেল নাচা-কৌদা
থেমে গেল উৎসব,
কানাঘুসা শুনি 'কোম্পানি আসে !'
ব্রন্ত খোঁদেরা সব ।

তোমরা তখন ঘিরেছ পাহাড়,

কোঙ্গানী বাহাদুর !

ঘোর কলিযুগে রাক্ষসপুরী

এসেছ করিতে চুর ।

কামানের গোলা ভারি বোল্ বলে,—

মজ্জে গেল সর্দার,

তাই তোমাদের হুকুম মানিতে

দ্বিধা করিল না আর ।

তাই বাঘছালে বসি পরশিল

তগুল, জল, মাটি, ?

নরবলি দান বন্ধ করিতে

শপথ করিল খাঁটি ।

খাঁটি এ শপথ ভঙ্গ করিলে

বাঘে ছিঁড়ে থাকে গলা,

মাটি হবে লোহা,—শস্ত্র না দিবে,

গলায় ভাতের দলা—

গলিবে না ; জলে তৃষ্ণা না যাবে

ভারি এ শপথ কড়া,

এ শপথ খোঁদ ভঙ্গ করে না,

সন্ধির লেখাপড়া

এর কাছে অতি তুচ্ছ সাহেব,

জেনো তুমি নিশ্চয়,

তুলির লিখন

খোঁদ আজ বড় দিব্য করেছে,

নাই আর নাই ভয় ।

মরিরার আজ মরণ ঘুচিল

ছঃখ হইল দূর,

অশেষ লোকের আশিস কুড়ালে

কোম্পানী বাহাদুর :

শেষ

নিখিল	অবদান সমাধান যেখানে--
গীতি সে	অবদান যে মহান স্থানে—
যেখানে	মহাধুম চিত্তাধুম সৃষ্টির
সেখানে	কুণ্ডলি' কুতূহলী তুলি শির ।
গগনে	অগগনা মেলি ফণা নীলিমায়,
সাগরে	মলি-গেহে ঢালি দেহে বহিমায়,

তুলির লিখন

ফণাতে জলে তারা
 মণি-পারা
 নিশিদিন,
নিশাসে রবি শশী
 পড়ে থসি'
 আলোহীন ।

আমি না হাসি কাঁদি,
 যমে বাঁধি
 নিয়মে,

চপলা' অচপলে
 ফণাতলে
 বিরমে ;

আমারি অধিকারে
 ভারে ভারে
 অবিরল

জমিছে জগতের
 ফসলের
 শেষ ফল ।

উগলি' যে কাকলি
 যায় গলি'
 বাতাসে,—

যে ভাতি ছিল দীপে—
 গেল নিবে—
 কোথা সে ?
 যে ঢেউ দিল দোলা
 ভয়-ভোলা
 ভেলাকে,—
 তলায়ে গেল কোথা ?—
 সে বারতা
 কে রাখে ?

যে সুর হ'ল শেষ
 রাখি' রেশ
 পুলকে,—
 ফুরানো হাসি-রেখা
 থাকে লেখা
 অলখে ;
 বারেক ফুটে উঠে
 গেছে টুটে
 যত ফুল
 হ'ল সে হ'ল জমা
 সে সুষমা
 নহে ধূল ।

তুলির লিখন

হারানো সব গান
 সব প্রাণ
 আছে গো

আমারি কণাতলে
 দলে দলে
 রাজে গো ;

হেথায় নতমুখ
 ভুল চুক
 চুকিছে,

হারানো হুথ হুথ
 ধুক ধুক
 ধুকিছে ।

ব্যথার পাথারেতে
 ঢেউ মেতে
 উঠে সে,

তুকানে হানাহানি,—
 হেথা জানি
 টুটে সে ;

মথিত পারাবার
 হাহাকার
 করে, হায় !

সে রব যায় মিশে
আমারি সে
গরিমায় ।

নিশাসে এ নিখিল
হ'ল নীল
দশদিশ,
বিষাণে ওঠে তান
অবসান
সুধাবিষ ;

গরজে মহাজল
জগতল
জিহ্বা

আমারি ফণা-ছায়
হেসে চায়
বিস্ময় !

বটেরি ছায়া সম
এই মম
ফণাচয়

এখানে বাধে নীড়
করে ভিড়
সমুদয় ;—

তুলির লিখন

যত সে হারা মন
পুরাতন
হারা প্রাণ,—
হারানো আলো ছায়া
স্নেহ মায়া
ভোলা গান ।

যা' কিছু পায় ক্ষম
তাহা রয়
আঘাতে,
প্রলয়ও বাসে ভয়
হয় লয়
আঘাতে ;—

আঘাতও নাহি সহে
সে যে দহে
পরশে,
ফণাতে আমি রাখি
সুধা ঢাকি
উরসে ।

সহজে আমি ঋজু
নহি কিছু
বক্র,

লীলার	দিনব্যাপী রচি আমি চক্ৰ ;
নীরবে	লিখি লেখা আমি একা দ্রষ্টা,
নিখিলে	চিরকাল যতিতাল- স্রষ্টা।
আমাতে	বীতশোক লভে লোক নির্দ্বাণ,
নিরালা'	নিশসিয়া মোর হিয়া গাহে গান ;
এ মম	ফণা 'পর চরাচর ধরণী
জনম-	মরণের সরণের সরণী।

তুলির লিখন

হেলিয়া যবে তুলি,
চেউ তুলি
উতরোল,—

উথলে চারিভিতে
অয়তীতে
ভুঁইদোল !

আমাতে ধরাধর
নির্ভর
লভিছে,

শিয়রে হ'য়ে ক্রব
সব গুভ
শোভিছে ।

তুহিন- রাশি সম
দেহ মম
অতি হিম,

ভিতরে সুধা-গেহ
গুধু স্নেহ
নিঃসীম !

প্রজা ও প্রজাপতি
দ্রুতগতি
সে ধামে

আসিয়া হয় জড়
 ছোট বড়
 আরামে ।

মরণ ভুল কথা,—
 ও ভারতা
 নয় ঠিক,—

ফণাতে হের থির
 হারা শ্রীর
 স্বস্তিক ।

হারানো যে সুখমা,—
 হ'ল জমা
 সমুদয়,—

কবিল অগণনা
 মম ফণা
 শোভাময় !

যা' কিছু নিবে যায়
 উবে যায়
 মম ভায়
 রহে সে,

তুলির লিখন

যা' কিছু	উঠে হেসে,—
	ডুবে ভেসে
	জমে এসে
	এ দেশে ;
আমারি	মণি-ঘরে
	থরে থরে
	অবিরল
জমিছে	আসলের
	ফসলের
	শেষফল ॥

হিন্দী

সুখমা-সায়ী = ছায়া-সুখমা ; চিত্রে ফাঁকা ও গাঢ় রঙের ক্রম-সমাবেশ ।

বিদ্যাংগণা = একজন অপ্সরা, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে ।

মুজবান্ = পর্বত ; সোমলতা এই পাহাড় হইতে আহৃত হইত ।

পাপদেশনা = বোধ Confession.

উপসম্পদা = বোধ দীক্ষা ।

যাতুধান = যাত্ৰকর, মায়াবী ।

ক্রব্যাদ = মাংসভোজী ; রাক্ষস ।

অ-নন্দ লোক = আনন্দহীন ; নরক ।

অথর্কণ = যজ্ঞে যাহারা নেতৃত্ব করিতেন তাঁহাদিগকে অথর্কণ বা ব্রহ্ম বলিত । ইহারা নানা বিদ্যাবিশারদ ও বিচক্ষণ ছিলেন ।

আফ্‌সানিয়া কাগজ = যে কাগজে আফ্‌সানো অর্থাৎ ছিটানো হইয়া থাকে । সোনা-ছিটানো কাগজ ।

হুট্টি-চাতুরী = এক রকম ছোটো আকারের পরী । ইহাদের নজর লাগিলে রাঁধা তরকারী টকিয়া যায়, দুধ 'নট হয়—অন্তত দক্ষিণাত্যে এইরূপ বিশ্বাস ।

আরী-আম্মা = দক্ষিণাত্যে পূজিত আরীর দেবতা । আমাদের শীতলার মত ।

পন্নু = খোঁদ জাতির দেবতা ।

পন্নু = এক জাতীয় বণিক ।

পানি = খোঁদ জাতির দৈবজ্ঞ, পুরোহিতও বটে ।

পন্নু-পাখী = হাড়িকাঠ ।

একই লেখকের লেখা

বগু ও বীণা (কবিতা)	...	...	একটাকা
হোমশিখা "	...	...	একটাকা
ফুলের ফসল "	...	...	আট আনা
কুহ ও কেকা "	...	...	একটাকা
তুলির লিখন "	...	...	একটাকা
তীর্থ মল্লিক "	...	...	একটাকা
"	...	...	একটাকা
জয়ন্তী (উপগ্রাস)	...	...	বারো আনা
রঙ্গমল্লী (নাট্য)	...	...	বারো আনা
চাঁনের ধূপ	...	...	চার আনা

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার (অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত)	...	১।০
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ)	...	২।০
” ” ” ” (দ্বিতীয় ভাগ)	...	৩।০

শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত

যুধিকা (গল্পের বহি)	...	...	একটাকা
অন্নমধুর (নাটিকা)	...	...	ছয় আনা

